দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈত-সমীপে ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন, তচ্ছ্রবণে অদ্বৈত প্রভুর আনন্দ ও আবিষ্ট-চিত্তে সকলের নিকট স্বীয়-স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-কথন এবং সকল ভক্তের হর্ষভরে কৃষ্ণ-কীর্তন, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিবা-মাত্রই প্রভুর প্রণাম ও তৎপ্রতি ভক্তগণের আশীর্বাদ, প্রভুর তাহা স্বীকার-পূর্বক নানাভাবে বৈষ্ণব-সেবাদর্শ-প্রদর্শন --তদ্দর্শনে ভক্তগণের আশীর্বাদ ও আশা, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও নিন্দক পাষণ্ডিগণের দৌরাত্ম্য-ফলে ভক্তগণের দুঃখ-শ্রবণে প্রভুর ভক্তগণকে আশ্বাস-প্রদান ও পাষণ্ডিগণের প্রতি ক্রোধাবেশ, অজ্ঞ-লোকগণের প্রভুকে বায়ুগ্রস্ত-জ্ঞানে চিকিৎসার্থ শচীমাতাকে অনুরোধ, একদা প্রভু-গৃহে গমনপূর্বক শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রভু-শরীরে মহা-ভক্তিযোগ-লক্ষণ-দর্শন, তদুক্তি-শ্রবণে শ্রীবাসকে প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীবাস-কর্তৃক শচীর নিকট তৎপুত্রের কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন-ফলে মাতার পুত্র সম্বন্ধে বায়ুরোগ-জ্ঞান-পরিত্যাগ, গদাধরের সহিত প্রভুর অদ্বৈত-গৃহে গমন ও ভাবমার্গে কৃষ্ণার্চনরত অদ্বৈতের প্রভু-চরণ-পূজন ও স্তব, বিশ্রম্ভ-স্নিগ্ধ গদাধরের তন্নিবারণ ও বিস্ময়, বাহ্যজ্ঞান-লাভান্তে আত্মগোপনপূর্বক প্রভুর অদ্বৈত-স্তুতি সত্ত্বেও অদ্বৈতের চিত্তে প্রভুর অবতারোপলব্ধি এবং প্রভুর ঔদার্যাবতারিত্ব-পরীক্ষণার্থ শান্তিপুরে গমন, ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রত্যহ কৃষ্ণকীর্তন ও বিপ্রলম্ভ-প্রেমবিকারাবেশ এবং অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 'কানাইর নাটশালা'য় তমালশ্যামলত্বিট্ নবঘনবর্ণ কিশোর-দর্শন-বর্ণন, বর্ণন-কালে প্রেমে মূর্ছা, বাহ্যজ্ঞান লাভ হইলে প্রভুকে ভক্তগণের হর্ষভরে প্রশংসা, গৃহে আসিয়াও প্রভুর নিরন্তর আনন্দাবেশ ও সকলের নিকট কৃষ্ণানুসন্ধান, একদিন গদাধরের মুখে নিজ-হৃদয়ে কৃষ্ণের অবস্থান-শ্রবণে নখ দিয়া প্রভুর নিজ-বক্ষো-বিদারণ-চেষ্টা ও শেষে গদাধরের প্রযত্নে প্রভুর ধৈর্যাবলম্বন, পুত্রদশা-দর্শনে ব্যাকুলা শচী-কর্তৃক গদাধরের কৃতিত্ব-প্রশংসা, প্রভু-প্রতি শচীর বাৎসল্য-স্নেহের পরিবর্তে গৌরব-ভয়, ভক্তগণের সহিত সন্ধ্যায় নিজ-গৃহে মুকুন্দের কীর্তন-গান শ্রবণ, সর্ব রাত্রিব্যাপী-কীর্তন, তাহাতে নিদ্রা-সুখভঙ্গ-হেতু পাষণ্ডিগণের ক্রোধ, বিশেষতঃ শ্রীবাসের বিরুদ্ধে ক্রোধভরে মিথ্যা রাজরোষরূপ জনরব-প্রচার, ভক্তবৎসল সর্বজ্ঞ প্রভুর নৃসিংহার্চনরত শ্রীবাসের গৃহে গমনপূর্বক স্বীয় চতুর্ভুজ-ঐশ্বর্যময়-রূপ-প্রদর্শন ও কৃপাশ্বাস-বাণী, শ্রীবাসের প্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি, তচ্ছ্রবণে কৃপাপূর্বক সস্ত্রীক শ্রীবাসকে স্বীয় রূপের দর্শন ও অর্চনার্থ আদেশ-দান, সপরিবার শ্রীবাসের প্রভু-পূজন ও দৈন্যোক্তি, শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর অভয়-বাক্য, প্রত্যক্ষে প্রভুর আদেশ-প্রাপ্তি-মাত্র শ্রীবাস-ভ্রাতৃসুতা শ্রীনারায়ণীর 'কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্ছা ও ক্রন্দন, এই সমুদয় ঐশ্বর্য-দর্শনে শ্রীবাসের পাষণ্ডি-ভয় পরিত্যাগ ও প্রভু-স্তুতি-কীর্তন, শ্রীবাসের বেদাদি-দুর্লভ প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ-দর্শন, শ্রীবাসকে নিজ গূঢ়প্রকাশ ব্যক্ত করিতে প্রভুর নিষেধাজ্ঞা ও তাঁহাকে অভয়াশ্বাস-প্রদানান্তে প্রভুর স্বগৃহে প্রস্থান, গ্রন্থকার-কর্তৃক কৃষ্ণসেবাময় শ্রীবাস-ভবনের মাহাত্ম্য-স্তুতি, কার্ষ্ণসেবাই কৃষ্ণকৃপা-লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্তন এবং নিত্যানন্দ-বলদেবের নিকট গ্রন্থ-রচনার্থ হৃদয়ে আদেশ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)।

গৌরসুন্দরের জয়—

জয় জয় জগন্মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব।।১।।
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।।২।।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে বিস্মিত ভক্তগণের অদ্বৈত-সমীপে তদ্বর্ণন—

ঠাকুরের প্রেম দেখি' সর্ব-ভক্তগণ।
পরম-বিস্মিত হৈল সবাকার মন।।৩।।
পরম-সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে।
সবে কহিলেন যত হৈল দরশনে।।৪।।

ভক্তগণের বাক্য-শ্রবণে, প্রভুর অবতরণ জানিয়াও অদ্বৈতাচার্যের তৎসঙ্গোপন—

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'অবতরিয়াছে প্রভু'—জানেন সকল।।৫।।
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায়।।৬।।
শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম-আবিষ্ট হই' কহিতে লাগিলা।।৭।।

ভক্তগণকে নিজ-স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন ও স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ-কর্তৃক স্বীয় ব্রত ও প্রতিজ্ঞার সাফল্য-সম্ভাবনা-কথন—

"মোর আজিকার কথা শুন, ভাই-সব!
নিশিতে দেখিলুঁ আমি কিছু অনুভব।।৮।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

(চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ ২৫-২৯, ৩২-৩৬, ৪১-৪২, ১১১-১১৩—) "মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণনাম।। পূর্বে যৈছে কৈলা সর্ববিশ্বের সৃজন। অবতরি' কৈলা এবে ভক্তি-প্রবর্তন।। জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি করি' দান। গীতা-ভাগবতে কৈলা ভক্তির ব্যাখ্যান। ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য। অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য'।। বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য। দুইনাম-মিলনে হৈলা 'অদ্বৈত-আচার্য'।। * * অদ্বৈত-আচার্য—ঈশ্বরের অংশবর্য। তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য।। যাঁহার তুলসীজলে, যাঁহার হুঙ্কারে। স্বগণ-সহিত চৈতন্যের অবতারে।। যাঁর দ্বারা কৈলা প্রভু কীর্তনপ্রচার। যাঁর দ্বারা কৈলা প্রভু জগৎ নিস্তার।। আচার্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার। জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার? আচার্য-গোসাঞি—চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ। আর এক অঙ্গ তাঁর—প্রভু-নিত্যানন্দ।। * * চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান। আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান।। সেই অভিমান-সুখে আপনা' পাসরে। 'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে।। * * * অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞির মহিমা অপার। যাঁহার হুঙ্কারে হৈলা চৈতন্যাবতার।। সঙ্কীর্তন প্রচারিয়া সর্ব জগৎ তারিল। অদ্বৈতপ্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল।। অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত, কে পারে কহিতে? সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে।।"৫-৬।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তত্ত্ব ও ক্রিয়া-মুদ্রা সাধারণ প্রাকৃত জীবের বোধগম্য নহে। যদৃচ্ছাক্রমে কখনও কৃপা-বশে তিনি তাঁহার স্বীয় অপ্রাকৃত তত্ত্ব-মহিমা প্রকাশ করেন, আবার কখনও বা নিজের অপ্রাকৃত তত্ত্ব-মহিমা সংগোপন করেন।

(আলবন্দারু যামুনাচার্য-কৃত স্তোত্ররত্নে ১৮শ শ্লোকে—) "উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়িসম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্। মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।।"

অর্থাৎ 'হে ভগবন্! দেশ, কাল চিন্তা—এই তিনটি সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ়ভাব সম ও অতিশয়-শূন্য-হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে। মায়াবলের দ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকেআচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।'৬।।

গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাঙ দুঃখ ভাবি' উপাস করিয়া।।৯।।
কথো রাত্রে আসি' মোরে বলে একজন।
'উঠহ আচার্য! ঝাট করহ ভোজন।।১০।।
এই পাঠ, এই অর্থ কহিলুঁ তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর', পূজহ আমারে।।১১।।
আর কেন দুঃখ ভাব' পাইলা সকল।
যে লাগি' সঙ্কল্প কৈলা, সে হৈল সফল।।১২।।
যত উপবাস কৈলা, যত আরাধন।
যতেক করিলা 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন।।১৩।।
যা' আনিতে ভুজ তুলি' প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে-প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা।।১৪।।

সর্বদেশে ও শ্রীবাস-গৃহে শীঘ্রই দেব-দুর্লভ কৃষ্ণকীর্তন-বিলাস-প্রাকট্য-সম্ভাবনা-কথন—

সর্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্তন।
ঘরে-ঘরে নগরে-নগরে অনুক্ষণ।।১৫।।
ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি আছয়ে যতেক।
তোমার প্রসাদে এবে সবে দেখিবেক।।১৬।।
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদিরো দুর্লভ দেখিবে অনুভব।।১৭।।
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়।
আর-বার আসিবাঙ ভোজন-বেলায়।'১৮।।

জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট-পুরুষকে অদ্বৈতের বাহিরে বিশ্বম্ভর রূপে দর্শন—

চক্ষু মেলি' চাহি' দেখি,—এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে-দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর।।১৯।।

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের দুর্বোধ্য ও দুর্জ্ঞেয় নিগূঢ়-লীলা-রহস্য—

কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে?২০।।

বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের পরিচয়-দান ও প্রসঙ্গক্রমে বালক-বিশ্বম্ভরের বাল্যলীলা-গুণ-বর্ণন—

ইহার অগ্রজ পূর্বে—'বিশ্বরূপ' নাম।
আমার সঙ্গে আসি' গীতা করিত ব্যাখ্যান।।২১।।
এই শিশু—পরম-মধুর রূপবান্।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান।।২২।।
চিত্তবৃত্তি হরে' শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্বাদ করি 'ভক্তি হউক' বলিয়া।।২৩।।
আভিজাত্যে হয় বড়-মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর-চক্রবর্তী,—তাঁহার দৌহিত্র।।২৪।।

আর কেন ......হইলা,—(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৯ সংখ্যা—) ''আচার্য-গোসাঞি—প্রভুর ভক্তঅবতার। কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার।। * * প্রকটিয়া দেখে আচার্য,—সকল সংসার। কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার।। কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে, করে বিষয়-ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি,—যাতে যায় ভবরোগ।। লোকগতি দেখি' আচার্য করুণ-হৃদয়। বিচার করেন,—লোকের কৈছে হিত হয়। আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার। নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর। কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার।। শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন।। আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্তন সঞ্চার। তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম সফল আমার।। কৃষ্ণবশ করিবেন কোন্ আরাধনে। বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে। (তথা হি গৌতমীয় তন্ত্রে নারদ-বাক্য—)''তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।'' এই শ্লোকার্থ আচার্য করেন বিচারণ। 'কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন।। তাঁর ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।। তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।' এত ভাবি আচার্য করেন আরাধন।। গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ।। কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণের করাইলা অবতার।। চৈতন্যের-অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্মসেতু।।'১২-১৪।।

আমার বিদায়,—আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।।১৮।।

অন্তর,—অন্তর্হিত, তিরোহিত, অদৃশ্য।।১৯।।

আপনেও সর্বগুণে পরম-পণ্ডিত।
ইঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইবে উচিত।।২৫।।

সকল ভক্তকে বিশ্বম্ভরের প্রতি শুভাশীর্বাদ-জ্ঞাপনার্থ অনুরোধ—

বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া।
আশীর্বাদ কর' সবে 'তথাস্তু' বলিয়া।।২৬।।

সমগ্র বিশ্বের উপর অদ্বৈতের কৃষ্ণকৃপা-বারি-বর্ষণ-কামনা ও প্রতিজ্ঞা—

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে।
কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল-সংসারে।।২৭।।
যদি সত্য বস্তু হয়, তবে এইখানে।
সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে।।"২৮।।

অদ্বৈতের ও ভক্তগণের আনন্দে হরি-কীর্তন-ধ্বনি—

আনন্দে অদ্বৈত করে পরম-হুঙ্কার।
সকল-বৈষ্ণব করে জয়-জয়-কার।।২৯।।

সর্ব ভক্তের জিহ্বায় নামস্বরূপে নামি কৃষ্ণের অবতরণ—

'হরি হরি' বলি' ডাকে বদন সবার।
উঠিল কীর্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার।।৩০।।
কেহ বলে,—"নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সংকীর্তন করি' মহা-কুতূহলে।।"৩১।।

অদ্বৈত-প্রণামান্তে ভক্তগণের প্রস্থান—

আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি' হরি-সংকীর্তন।।৩২।।

দর্শনমাত্র সকলের সহিত প্রভুর প্রীতি-সম্ভাষণ—

প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম আদর করি' সবে সম্ভাষয়।।৩৩।।

প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান-কালে শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দর্শনমাত্র প্রণাম ও তাঁহাদের কৃষ্ণভজনার্থ প্রভুকে আশীর্বাদ—

প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব-সবার সঙ্গে হয় দরশনে।।৩৪।।
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্বাদ করে।।৩৫।।
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে 'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' শুনহ শ্রবণে।।৩৬।।
কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে, রূপ-বিদ্যা কিছু নয়।।৩৭।।
কৃষ্ণ সে জগৎ-পিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি' ভজ, বাপ! কৃষ্ণের চরণ।।"৩৮।।

নিজ-ভক্তের আশীর্বাদ শ্রবণে প্রভুর কৃপা-দৃষ্টি—

আশীর্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সবারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ।।৩৯।।

অমানী ও মানদ-ধর্মের পূর্ণাদর্শরূপে দৈন্য-বিনয়-ভরে স্বীয় ভক্তগণের সেবা-যাচ্ঞা—

"তোমরা সে কহ সত্য, করি' আশীর্বাদ।
তোমরা বা কেনে আন করিবা প্রসাদ?৪০।।

স্বয়ং প্রভু হইয়াও দাসাভিমানে প্রভুর স্বভক্তস্তুতি-দ্বারা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য জ্ঞাপন—

তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।।৪১।।
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম।
তেঞি বুঝি,—আমার উত্তম আছে কর্ম।।৪২।।

কৃষ্ণের .....কাহাতে,-(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৮৭ সংখ্যা---) "আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে। তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে।।" ঐ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১২৪ সংখ্যা----) "ভক্ত চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান। কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্।।"২০।।

আভিজাত্যে,----কৌলীন্যে বা উচ্চ সদ্‌বংশ-গৌরবে।।২৪।।

শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে সকলেরই শুদ্ধসত্ত্ব সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শ্রীহরির অভিন্ন নাম, শব্দ বা ধ্বনি শ্রুত ও কীর্তিত হইতে লাগিল। তাহাতে নামকীর্তন হইতে অভিন্ন নামি-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, ধ্বনি, শব্দ বা নামরূপে অবতীর্ণ হইলেন।।৩০।।

ভক্তবৈষ্ণবের সেবন-ফলেই কৃষ্ণসেবা-লাভ ঘটে বলিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়াও স্ব-ভক্ত-বৈষ্ণবগণের বিবিধ সেবা-বিধান—

তোমা' সবা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি' কারো পা'য়ে ধরে সেই ঠাঁই।।৪৩।।

নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতিবস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে।।৪৪।।

কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে।।৪৫।।

ভাল,----নিরভিমান সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণব।।৩১।।

আন,-কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অপর, ইতর, বিরুদ্ধ, প্রতিকূল।।৪০।।

দাসে .....করে, এবং তোমা .....পাই,----(ইতিহাস-সমুচ্চয়ে লোমশ-বাক্য----) "তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ।।"

অর্থাৎ 'এই হেতু শ্রীহরির অনুগ্রহ-লাভার্থ বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধান করিবে, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহে শ্রীহরি প্রসন্নমুখ হইবেন।'

(ঐ ইতিহাস সমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্য----)

"ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।"

অর্থাৎ ভগবানের উক্তি আছে যে,----মদ্ভক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্বেদবিৎ স্বাধ্যায়-রত ব্যক্তিও মৎপ্রিয় হইতে পারে না; ভক্তিমান্ হইলে শ্বপচব্যক্তিও আমার প্রিয় হয়; তদ্রূপ শ্বপচকুলোদ্ভূত হইলেও ভক্তকেই দান করিবে, তৎসকাশ হইতে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে, সেই ভক্ত----মৎসদৃশ পূজনীয়।।"

(আদিপুরাণে----) "যে যে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।"

অর্থাৎ 'হে অর্জুন! যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণনীয় নহেন; মদীয় ভক্তগণের ভক্তেরাই মদীয় সর্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিকীর্তিত।'

(বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে----)

"হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।।"

অর্থাৎ 'হে দ্বিজসত্তম ! বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে শ্রীহরির অভিন্ন অঙ্গ-জ্ঞানে অর্চন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর প্রভৃতি সকলেরই প্রীতি সাধিত হয়।'

(পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমাসংবাদে-) "অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।। তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।।"

অর্থাৎ 'বৈষ্ণব পূজা পরিত্যাগপূর্বক গোবিন্দের অর্চন করিলেও তাহাকে ভগবদ্ভক্ত বলা যায় না, সে দাম্ভিক বলিয়া বিদিত; সুতরাং সর্বদা যত্নসহকারে বৈষ্ণবের অর্চন করিবে।'

(ভাঃ ১১।২৬।৩৪ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি---)

"সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ।"

অর্থাৎ 'সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষু দান করেন। সূর্য সমুত্থিত হইয়া বাহিরের আলোক দিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার নিজজন।'

(ভাঃ ৭।৫।৩২ শ্লোকে হিরণ্যকশিপুপ্রতি প্রহ্লাদোক্তি----)

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।"

অমানী ও মানদ ভক্ত-বৈষ্ণবগণের তাহাতে দুঃখ-প্রকাশ ও নিষেধোক্তি—

সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে'।
''কি কর, কি কর'?'' তবু করে' বিশ্বম্ভরে।।৪৬।।

স্বয়ং প্রভু হইয়াও জগদ্‌গুরু-লোকশিক্ষকরূপে প্রত্যহ শ্রীবিশ্বম্ভরের স্বীয়-ভক্তসেবাদর্শ-প্রদর্শন—

এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন-দাসের হয় আপনে কিঙ্কর।।৪৭।।

অর্থাৎ 'যে কাল পর্যন্ত গৃহব্রত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সেকাল পর্যন্ত উহা কখনই উরুক্রম কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না; যেহেতু কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শই জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু।'

(ভাঃ ৯।৪।৬৩, ৬৬, ৬৮ শ্লোকে দুর্বাসার প্রতি ভগবদুক্তি----)

''অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।...
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।...
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।''

অর্থাৎ 'হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, আমি স্বাধীন নই, পরন্তু ভক্তপরতন্ত্র; পরম-সাধু ভক্তগণকর্তৃক আমার হৃদয় সর্বদা বশীভূত; আমি----ভক্তজনপ্রিয়। * * সতী স্ত্রী যেমন সাধুপতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাতে আবদ্ধ হৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে প্রেমভক্তিদ্বারা বশ করেন। * * সাধুগণই আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়; আমা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না এব আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না।'

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের উক্তি----)

''ভর্বাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ।।

অর্থাৎ 'জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যখনই তাহার ভবক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই হে অচ্যুত! তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ-লাভ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ সদগতিস্বরূপ তোমাতে তাহার রতি জন্মে।।'৪১, ৪৩।।

আমার প্রচুর প্রাক্তন সৌভাগ্য বর্তমান থাকায় তোমরা আমাকে ভগবদ্ধর্ম শিক্ষা দিতেছ। ইহামুত্রফলভোগকামাত্মক কর্মই আগমাপায়ী, অসদ্ধর্ম, স্মার্তধর্ম বা অভক্তিপর অবৈষ্ণব শাক্তেয়-ধর্ম। উহা ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভাগ্যহীন অহঙ্কার-বিমূঢ় কর্মকর্তৃগণকে প্রথমতঃ স্বর্গসুখাদি অনিত্য আপাত সংসারসুখ, পরে ত্রিতাপ-দুঃখ প্রদান করে। সাধারণ স্মার্তধর্মে যে সকল ভক্তিহীন সুনীতি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহা আপাত-প্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইলেও শ্রেয়ঃপথ নহে; উহার ফল-অনিত্য ও পরিণামে মন্দ প্রসব করে; কিন্তু ভগবদ্ধর্মানুশীলন-ফলে জীবের নিত্য-অমিশ্র-কল্যাণের উদয় হয়।

বিষ্ণুধর্ম----পরধর্ম, সদ্ধর্ম, ভগবদ্ধর্ম, আত্মধর্ম। যথা----(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ----) ''তথা বৈষ্ণবধর্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্। সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদঃ সাধূনন্যোঽন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে। শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্মান্ বৈষ্ণবায়ানুপৃচ্ছতে। অবশ্যং কথয়েদ্‌বিদ্বানন্যথা দোষভাগ্ ভবেৎ।।''

অর্থাৎ 'স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও পরস্পর প্রীতিবর্ধনার্থ তদ্ধর্মবিৎ সাধুগণের নিকট প্রশ্ন করিবে। শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে সেই ভক্ত-সকাশে ভগবদ্ধর্ম-কীর্তন সুধী-ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য, নতুবা দোষভাগী হইতে হয়।'

''নাখ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্মং বিষ্ণুভক্তস্য পৃচ্ছতঃ। কলৌ ভাগবতো ভূত্বা পুণ্যং যাতি শতাব্দিকম্।।''

নিজপ্রিয় ভক্তের নিমিত্ত কৃষ্ণের স্বধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ—

কোন্ কর্ম সেবকের প্রভু নাহি করে' ?
সেবকের লাগি' নিজ-ধর্ম পরিহরে।।৪৮।।

কৃষ্ণের নিরপেক্ষত্ব ও সমদর্শনত্ব—

"সকলসুহৃৎ কৃষ্ণ" সর্ব-শাস্ত্রে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্যোপেক্ষ্য নহে।।৪৯।।

অর্থাৎ 'এই বিষয় আরও উক্ত আছে যে, হরিভক্ত-কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কলিকালে তৎসকাশে ঐ ধর্ম কীর্তন না করিলে ভগবদ্ভক্তের শতবর্ষার্জিত পুণ্য ধ্বংস হয়।'

(কাশীখণ্ডে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্মার উক্তি----) "একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্তব্যো জাগরঃ সদা। মহোৎসবঃ প্রকর্তব্যঃ প্রত্যহং পূজনং তব। পলার্ধেনাপি বিদ্ধন্তু ভোক্তব্যং বাসরং তব। ত্বৎপ্রীত্যাহষ্টৌ ময়া কার্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংযুতাঃ। ভক্তির্ভাগবতী কার্যা প্রাণৈরপি ধনৈরপি। নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ং তব প্রিয়ম্। পূজা তু তুলসীপত্রৈর্ময়া কার্যা সদৈব হি। তুলসী-কাষ্ঠসংভূতা মালা ধার্যা সদা ময়া। নৃত্যগীতং প্রকর্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব। তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত-চন্দনেন বিলেপনম্। করিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্তনম্। মথুরায়াং প্রকর্তব্যং প্রত্যব্দং গমনং ময়া। ত্বৎকথা-শ্রবণং কার্যং প্রযত্নতঃ। নৈবেদ্য-ভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ। নির্মাল্যং শিরসা ধার্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া। তব দত্ত্বা যদিষ্টন্তু ভক্ষণীয়ং মুদা ময়া। তথা তথা প্রকর্তব্য তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে। সত্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্তিতম্।।"

অর্থাৎ 'একাদশী দিনে আহার করিব না, নিরন্তর জাগরণ করিব; প্রতিদিন মহোৎসব সহকারে তোমার অর্চন করিব; একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি ত্বদীয়-দিন যদি অর্ধপল দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তত্তদ্দিনে আহার করিব; ত্বৎপ্রীত্যর্থ ব্রতসমন্বিত অষ্ট মহাদ্বাদশী রক্ষা করিব; ধনদ্বারা ও প্রাণপণ করিয়াও ভাগবতী ভক্তির অনুষ্ঠান করিব; প্রত্যহ ত্বৎপ্রিয় সহস্র নাম অধ্যয়ন করিব; নিরন্তর তুলসীর দ্বারা তোমারই অর্চন করিব; তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা ধারণ করিব; একাদশী প্রভৃতিতে দিবারাত্রি জাগরণ করিয়া নৃত্য-গীতানুষ্ঠান করিব; অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ-জাত চন্দন লেপন করিব, ত্বৎপুরোভাগে ত্বদীয় গুণরাশি কীর্তন করিব; বর্ষে-বর্ষে মথুরাপুরে গমন এবং ত্বৎকথা-শ্রবণ ও ত্বৎসম্বন্ধি পুস্তক অধ্যয়ন করিব; প্রতিদিন সযত্নে ত্বদীয় চরণোদক শিরোদেশে ধারণ করিব; যথা-নিয়মে ত্বদীয় নৈবেদ্য সেবন করিব; সাদরে মস্তকে তোমার নির্মাল্য ধারণ করিব এবং তোমাকে অগ্রে নিবেদনপূর্বক প্রিয়-দ্রব্য ভোজন করিব। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া কহিতেছি যে, যে-কার্যে তোমার প্রীতি সাধন হয়, যথাবিধি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

(ভাঃ ৭।৭।৩০-৩২ শ্লোকে----) "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলাভার্পণে চ। সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ।। শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্তনৈর্গুণকর্মণাম্। তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ।। হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ।।"

অর্থাৎ 'গুরু-সেবা, গুরুভক্তি, গুরুকে প্রাপ্তদ্রব্য দান, সাধু ও ভাগবত সংসর্গ, ঈশ্বরোপাসনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, ভগবানের গুণ-লীলা-কীর্তন, তৎপাদপদ্ম-চিন্তন, তন্মূর্তিসমূহদর্শন ও পূজাদি, সর্বভূতে ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান-চিন্তনপূর্বক সর্বভূতকে অভীষ্ট সমূহ দ্বারা সম্যক্ সম্মানন করিব।'

(ভাঃ ১১।২।৩৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি-মুনির উক্তি----)

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।।"

অর্থাৎ 'হে রাজন্! ভগবান্ মূঢ়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণের অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সমস্ত উপায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ভাগবত-ধর্ম বলিয়া জানিবে।'

(১১।৩।২৩-৩০ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ-মুনির উক্তি----"সর্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্।। শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্। ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।। সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।। শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি। মনোবাক্কর্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।। শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ। জন্ম-কর্ম-গুণানাঞ্চ

নিজপ্রিয় ভক্তের নিমিত্ত কৃষ্ণের নৈরপেক্ষ্য ও সমদৃষ্টি পর্যন্ত ত্যাগ এবং তদ্দৃষ্টান্ত—

তাহো পরিহরে' কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্যোধন-বংশের মরণে।।৫০।।

ভক্তের কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণের ভক্তসেবা—

কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি' কৃষ্ণের সকল-অনুভাব।।৫১।।

তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।। ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্।। এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্। পরিচর্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু।। পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ। মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ।।"

অর্থাৎ 'হে নৃপ! অগ্রে সর্ব-বিষয় হইতে চিত্তের অনুরাগ বিসর্জনপূর্বক সাধুসঙ্গ করিতে হইবে; তদনন্তর ক্রমে-ক্রমে সর্বজীবে দয়া, সজাতীয়াসয়স্নিগ্ধ সমশীল ঈশ্বরভক্তের সহিত সৌহার্দ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান-শিক্ষা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তপ (স্বধর্মানুষ্ঠান) তিতিক্ষা (ক্ষমা), মৌন (বৃথা-বাক্য-ত্যাগ), স্বাধ্যায়, আর্জব (সরলতা) ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি-সহনে শিক্ষা, সর্বত্রসচ্চিদ্রূপ আত্মার দর্শন, ঈশ্বরকে নিয়ন্তৃরূপে দর্শন, দুর্জন-শূন্য স্থানে স্থিতি, গৃহপ্রভৃতিতে নিরভিমান, নির্জন-পতিত পবিত্র বল্কল-ধারণ এবং যে কোনরূপে হউক, সন্তোষ শিক্ষা করিবে। ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রান্তরে অনিন্দা, হরিতোষণরূপ ভজনদ্বারা মনের, বাক্যের ও দেহের দণ্ড বিধানরূপ ত্রিদণ্ডধারণ ও দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ), সত্যকথন, শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) শিক্ষা করিবে। বিচিত্র-লীলাময় শ্রীহরির জন্ম, লীলা ও গুণসমূহ শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তন করিবে এবং শ্রীহরির প্রীতি বা সুখবিধানরূপ সুষ্ঠু তোষণোদ্দেশেই নিখিল-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। একমাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশেই ইষ্ট, দান, জপ, তপ, সদাচার, প্রিয়দ্রব্য, ভার্যা, সন্ততি, গৃহ ও প্রাণ নিবেদন করিবে। এইপ্রকার হরিভক্ত-ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিবে, বিষ্ণুদাস-জ্ঞানে স্থাবর জঙ্গমের সহিত ব্যবহার করিবে। অধিকন্তু মানবগণের মধ্যে ধার্মিকের প্রতি এবং ধার্মিকের মধ্যে আবার সাধুর প্রতি সেবার অনুষ্ঠান অভ্যাস করিবে। তৎপরে, পরস্পর ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত যশোরাশির কথোপকথন, পরস্পর প্রীতি, তুষ্টি ও হরিবৈমুখ্য-দুঃখনিবারণ অভ্যাস করিবে।'

(ভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১, ১১।১৯।২০-২৩ ও ১১।২৯।৯ শ্লোকে ভগবানের উক্তি—) "মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চনম্। পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহ্বোগুণকর্মানুকীর্তনম্।। মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব। সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্।। মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনম্। গীত-তাণ্ডব-বাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ।। যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ববার্ষিকপর্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্।। মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনাক্রীড় পুরমন্দিরকর্মণি।। সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেবকমণ্ডলবর্তনৈঃ।। গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া।। অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্। অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্।। যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।" * * শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।। আদরং পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ। মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্। ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্।। মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ।।" * * "কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনৈঃ স্মরন্। ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ।। দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্। দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তচরিতানি চ। পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্। কারয়েন্নৃত্যগীতাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ।। মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ।।"

অর্থাৎ 'হে উদ্ধব! আমার শ্রীমূর্তির অথবা মদীয়-ভক্তের দর্শন, অর্চন, সেবা, স্তব, প্রণাম ও গুণানুবাদ করিবে, আমার কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, আমাকে প্রাপ্তদ্রব্যপ্রদান, দাস্যভাবে আত্মার্পণ, আমার জন্ম-লীলা-কীর্তন, জন্মাষ্টম্যাদি মদীয় পর্বাহের অনুমোদন, আমার নিকেতনে নৃত্যগীতবাদ্য ও সপরিবারে মন্দিরে উৎসবাদি কার্য করিবে। সাংবাৎসরিক যাবতীয় পর্বদিবসে মদীয় যাত্রা, বলি-বিধান (পুষ্পাদি উপহার-প্রদান), বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা মদ্‌ব্রত-ধাবণ, আমার শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা, নিজে বা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সমবেত হইয়া উদ্যান, উপবন, ক্রীড়া-গৃহ, পূর ও মন্দির-নির্মাণাদি মৎপ্রসাদ-সাধন-কার্যে

স্বয়ং অসমোর্ধ্বতত্ত্ব হইলেও কৃষ্ণের স্বভক্ত-প্রেম-বাধ্যতা ও তদ্দৃষ্টান্ত—

কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা—দ্বারকা-নিবাসে।।৫২।।

সেই কৃষ্ণেরই ছন্নরূপে গৌরলীলা—

সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর।।৫৩।।

উদ্যম, সম্মার্জন, গোময়-লেপন, সলিল-সেচন, সর্বত্র ভদ্র-মণ্ডলাদি-বিরচন, ভৃত্যবৎ নিষ্কপটভাবে আমার মন্দিরের সেবা, মানশূন্যত্ব, অদাম্ভিকত্ব, অনুষ্ঠিত সৎকার্যের শ্লাঘা-শূন্যতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবে এবং আমার উদ্দেশে যে দীপ প্রদত্ত হইবে, তাহার আলোকে অন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না। যাহা যাহা সর্বজনবাঞ্ছিত এবং যে যে দ্রব্য নিজের প্রিয়তম, তত্তৎসমস্তই আমাকে নিবেদন করিবে। * * নিরন্তর সুধাময়ী আমার কথায় রতি, সতত আমার নাম-কীর্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, অবিরত আমার স্তুতিবাদ, আমার সেবায় আদর, সর্বাঙ্গদ্বারা আমার অভিবন্দন, সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে মদ্ভক্তপূজা, সর্বভূতে আমার অধিষ্ঠান-বুদ্ধি, আমার উদ্দেশে অঙ্গ-চেষ্টা (ভক্তি-কার্যানুষ্ঠান), বাক্যদ্বারা আমার গুণ-বর্ণন, আমাতে চিত্ত-নিবেশ, সর্বকাম-বিসর্জন, আমার প্রীত্যর্থে ধন, ভোগ ও সুখ বর্জন, আমার নিমিত্ত ইষ্টাপূর্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান কর্তব্য। * * আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও আমাকে স্মরণপূর্বক ধর্মবুদ্ধি হইয়া আমার প্রীতির নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ যাবতীয়-কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। যেদেশে মদীয় ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, সেই পবিত্র দেশের আশ্রিত হইবে এবং দেব, দৈত্য ও মানবগণের মধ্যে মদীয় ভক্ত যেরূপ আচরণ করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। পরস্পর সমবেত হইয়া হউক, অথবা পৃথগ্রূপেই হউক, নৃত্যগীতাদি ও মহারাজ-বিভূতি-দ্বারা আমার প্রীতির নিমিত্ত যাত্রা-মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবে। বিমলমতি সাধুব্যক্তি সর্বভূতের অন্তর্বাহ্যে ও আত্মাতে গগনবৎ অনাবৃতভাবে নিরীক্ষণ করিবেন।'

(ভাঃ ১১।২।১২ শ্লোকে বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি----) "শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। অদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুতোঽপি।।"

অর্থাৎ, "হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! ভাগবতধর্মের মহিমা পরমাদ্ভুত; উহা শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, সাদরে গ্রহণ, স্তবন অথবা অনুমোদন করিলে দেব-জগদ্-দ্রোহী ব্যক্তিও সদ্য পবিত্রতা লাভ করে।'

(ভাঃ ১১।২।৩৫ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি মুনির উক্তি----) 'যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।।"

অর্থাৎ, 'হে রাজন্! ভাগবত-ধর্মের আশ্রিত হইয়া নেত্র নিমীলন-পূর্বক ধাবিত হইলেও কদাচ কোনরূপ বিঘ্ননিবন্ধন সেই ব্যক্তিকে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না।'

(ভাঃ ১১।৩।৩৩ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ-মুনির উক্তি----)

'ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্।।"

অর্থাৎ, 'এই প্রকারে ভাগবত-ধর্মে শিক্ষিত হইয়া তাহা হইতে প্রেমভক্তি-সঞ্চার-নিবন্ধন হরিপরায়ণ ব্যক্তি দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম করেন।'

(ভাঃ ১১।২৯।২০ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি-----)

"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সমাঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ।।"

অর্থাৎ,'হে প্রিয় উদ্ধব! এই মদীয় নিষ্কাম-ধর্মের প্রারম্ভে বৈগুণ্যোৎপত্তি হইলেও তদ্দারা আমার ধর্মের ধ্বংসের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; কারণ আমার নির্গুণতা-নিবন্ধন মৎকর্তৃকই এই ধর্ম সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত, অথবা মোক্ষের নৈষ্কর্ম্য কেবল ফলভোগরাহিত্যহেতু; তদপেক্ষাও আমার এই ধর্ম যে সমীচীন,----ইহা নিশ্চিত।'

উত্তম কর্ম,----প্রচুর প্রাক্তন সুকৃত বা সৌভাগ্য ।।৪২।।

নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা বশে নিজ লীলা-পরিকরগণের নিকটও আপনাকে অপ্রকাশ—

চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার।
যা' সবার লাগিয়া হইলা অবতার।।৫৪।।

কৃষ্ণভজন-লাভার্থ কৃষ্ণজন-ভজনে সকলকে উপদেশ—

কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস।।৫৫।।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ অনন্তব্রহ্মাণ্ড-পরাব্যোম-বৈকুণ্ঠগোলোক-বৃন্দাবন-পতি হইয়াও নিজ-ভৃত্যবর্গের কৈঙ্কর্যানুষ্ঠানদ্বারা নিত্য-কল্যাণার্থী নিষ্কপট শুশ্রূষু জীবকূলকে সর্বোত্তম বৈষ্ণব-সেবাদর্শ শিক্ষা দিতে লাগিলেন।।৪৭।।

প্রভু সেব্য-তত্ত্ব হইয়াও নিজের সর্বসেবনীয়-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবকগণের সুখবিদানের উদ্দেশে তাঁহাদের তৃপ্তিকর কার্য করিতে লাগিলেন। যদিও নিজের সেবকের সেবা প্রভুর ধর্ম নহে, তথাপি তাঁহার এমন কোন কার্য নাই—যাহা তিনি সেবকের প্রীতির নিমিত্ত না করিতে পারেন এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি ভক্তগণের বিবিধ সেবাকার্য সম্পাদনও করিলেন।

(ভাঃ ১।৯।৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্মের উক্তি—)

"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথ-চরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ।।"

অর্থাৎ, 'ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে কোন পক্ষে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্য মাত্র করিবেন্; আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল,—ইঁহাকে অস্ত্র গ্রহণ করাইব; কিন্তু ইনি এমনই ভক্তবৎসল যে, আপনার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞাকেই অধিক সত্য করিবার নিমিত্ত রথ হইতে অবতরণ-পূর্বক আপনার পরমাস্ত্র চক্র ধারণ করিলেন এবং হস্তিবধার্থ যেমন সিংহ ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ইঁহার অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়ায় মনুষ্যনাট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন; একারণে উদরস্থ সকল-ভুবনের ভার-বশতঃ ইঁহার প্রত্যেক পদে পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছিল এবং ক্রোধভরে ইঁহার উত্তরীয়-বসন পথে পড়িয়া গিয়াছিল।'

(ভাঃ ১০।৯।১৪, ১৯ ও ২০ শ্লোকে শ্রীশুকোক্তি—) "তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপীকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।। * * এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে।। নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।।"

অর্থাৎ 'মানবলীলাকারী সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী যশোদা প্রাকৃত-বালকের তুল্য রজ্জু দিয়া উদূখলে বন্ধন করিলেন। * * হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র, ঈশ্বর-সহিত এই সমগ্র বিশ্ব তাঁহার বশবর্তী, তথাপি তিনি ঐপ্রকার ভক্তবশ্যতা দেখাইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ভগবানের প্রসাদ অন্য ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান্ মুকুন্দ হইতে যশোদাগোপী যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী, কাহারও কখনও লভ্য হয় নাই।'

(ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৬, ৬৮ শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি—)

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।। নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।। যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।। ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানান্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

অর্থাৎ 'হে বিপ্র! আমি অস্বতন্ত্রের সদৃশ; কেন না, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তই আমার একমাত্র প্রিয়; এই হেতু সাধু-ভক্তগণ-কর্তৃকই মদীয় হৃদয় অধিকৃত হইয়াছে। হে তাপসপ্রবর! আমিই যাঁহাদের পরমা গতি, সেই সাধুগণ ব্যতীত স্বীয় আত্মা বা অত্যন্তিকী শ্রীও আমার প্রিয় নহে। বস্তুতঃ যাঁহারা পুত্র, ভার্যা, দেহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক, সমস্তই বিসর্জনপূর্বক আমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি? অহো! সতী নারী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে তদ্রূপ সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ মৎপ্রতি নিজ-নিজহৃদয় হৃদয় বন্ধনপূর্বক আমাকে বশীভূত করিয়াছেন। যাঁহারা আমাতে নিজ-

স্বয়ং পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্তসেবাচরণদ্বারা সকলকে ভক্তসেবা-শিক্ষা-দান—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে।।৫৬।।
সাজি বহে, ধূতি বহে, লজ্জা নাহি করে'।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাত আসি' ধরে।।৫৭।।

প্রভুর আদর্শ অমানিত্ব ও মানদত্ব-দর্শনে ভক্তগণের তাঁহাকে আশীর্বাদ ও স্ব-দুঃখ-নিবেদন—

দেখি' বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতব আশীর্বাদ করে' সর্বক্ষণ।।৫৮।।
"ভজ কৃষ্ণ, স্মর' কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ।।৫৯।।

নিজ হৃদয় সমর্পণ করেন, আমি তাঁহাদিগের হৃদয় জানি। আমাকে ভিন্ন তাঁহারা যেরূপ অপরকাহাকেও জানেন না এবং আমিও তদ্রূপ তাঁহাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না।'

(ভাঃ ৯।৫।১৫-১৬ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি দুর্বাসার উক্তি----) "দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্। যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ।। যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে।।"

অর্থাৎ 'যাঁহারা সাত্বতনাথ ভগবান্ মাধবের ধারণকারী সেই সমস্ত মহাত্মা সাধুগণের দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কি আছে? যাঁহার নাম-শ্রবণ-মাত্র মানব নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, তীর্থপাদ সেই প্রভুর কিঙ্করগণের সম্বন্ধে কোন্ কার্য অবশিষ্ট থাকিতে পারে?' ৪৭-৪৮।।

নিখিল চিদচিদ্‌জগতের একমাত্র সর্বোত্তম পালক শ্রীকৃষ্ণকে সকল-শাস্ত্রই সকলের পরম-আশ্রয় সর্বভূতহিতকারি-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এজন্য কেহই কৃষ্ণের বিদ্বেষ বা উপেক্ষার যোগ্য হইতে পারে না। সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবক হওয়ায় কৃপা বা অনুগ্রহের পাত্র।

সকল-সুহৃৎ সর্বশুভঙ্কর----"সর্বেষাং হিতকারী যঃ স স্যাৎ সর্বশুভঙ্করঃ।।"

কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্যোপেক্ষ্য নহে,----(ভাঃ ১০।৩৮।২২ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-কর্তৃক গোকুলাভিমুখে প্রস্থিত অক্রূরের মনে-মনে বিচার-বর্ণন----) "ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ।।"

অর্থাৎ 'যদিও তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয়, সুহৃদ্ বা অসুহৃদ্ হিত বা অহিত এবং দ্বেষ্য অথবা উপেক্ষ্য কেহ নাই, সত্য, তথাপি যে-ব্যক্তি যে-প্রকারে আশ্রিত হয়, কল্পবৃক্ষ যেরূপ তাহাকে সেইপ্রকার ফল দেয়, তদ্রূপ যে-ভক্ত যেরূপে তাঁহাকে ভজন করে, তিনিও তাহাকে তদ্রূপই অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।'

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ----) "কৃতা কৃতার্থা মুনয়ো বিনোদৈঃ খলক্ষয়েণাখিলধার্মিকাশ্চ। বপুর্বিমর্দেন খলাশ্চ যুদ্ধে ন কস্য পথ্যং হরিণা ব্যধায়ি।।"

অর্থাৎ (শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনানন্তর উদ্ধব কহিলেন,----)'যিনি খলগণকে ক্ষয় করিয়া আত্মারাম মুনিগণকে ও ধার্মিক-জনগণকে তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় গুণরাশির প্রচারমুখে, এবং সমরে বিনাশ সাধন-পূর্বক খলদিগকেও কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরি-কর্তৃক কাহার না হিত সাধিত হইয়াছে?৫০।।

ঐকান্তিক ভক্তের স্বাভাবিকী সর্ববিধা নিত্য-চেষ্টা কৃষ্ণেতর অন্য কোন-বস্তুর তর্পণোদ্দেশে বিহিত নহে, পরন্তু সর্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণসেবার্থই বিহিতা, আর কৃষ্ণেরও যাবতীয় চেষ্টা বা লীলা সকল সময়ে কেবলমাত্র ভক্তের সন্তোষবিধানার্থই প্রকটিত হয়।।৫১।।

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিজ-প্রেমসেবা দ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিয়া বিক্রয় করিতেও সমর্থ।

তার সাক্ষী .....নিবাসে,----(হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ৭৬ অঃ----) "পুষ্পদামাবসজ্যাথ কণ্ঠে কৃষ্ণস্য ভাবিনী। ববন্ধ কৃষ্ণং সুভগা পারিজাতে বনস্পতৌ। অদ্ভির্দদৌ নারদায় ততোঽনুজ্ঞাপ্য কেশবম্।।"

বলহ বলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণদাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ।।৬০।।
কৃষ্ণ বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা' হৈতে দুঃখ যাউ আমা'-সবাকার।।৬১।।
যে-সব অধম লোক কীর্তনেরে হাসে।
তোমা' হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে।।৬২।।
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলা সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজি' কর পাষণ্ডী সংহার।।৬৩।।
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল।।''৬৪।।
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্বাদ করে' দুঃখ করি' নিবেদন।।৬৫।।
''এই নবদ্বীপে, বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় 'বক'।।৬৬।।
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত।।৬৭।।
কেহ না বাখানে, বাপ! কৃষ্ণের কীর্তন।
নাহি করে ব্যাখ্যা, আর নিন্দে সর্বক্ষণ।।৬৮।।
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে।
তৃণ-জ্ঞান কেহ আমা'-সবারে না করে।।৬৯।।
সন্তাপে পোড়য়ে, বাপ! দেহ সবাকার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণকীর্তন-প্রচার।।৭০।।
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইলা সবারে।
এ-পথে প্রবিষ্ট করি' দিলেন তোমারে।।৭১।।
তোমা' হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয়।।৭২।।
চিরজীবী হও তুমি, লহ কৃষ্ণনাম।
তোমা' হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম।।''৭৩।।

অর্থাৎ 'অতঃপর কৃষ্ণ কামিনী দেবী-সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে পারিজাত-তরুতে বন্ধনপূর্বক তদীয় অনুজ্ঞা লইয়া জল-সহযোগে নারদকে সম্প্রদান করিলেন।।'৫২।।

বহুজন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ সুকৃতি-ফলে যদি কাহারও সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণসেবায় অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণপ্রিয়জনগণেরই সর্বক্ষণ সেবা করুন, তৎফলেই তিনি কৃষ্ণের শুদ্ধা সেবা লাভ করিবেন। কৃষ্ণপ্রিয় সেবকগণই সমগ্রজগতের একমাত্র নিত্য কল্যাণকারী।।৫৫।।

লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরহরি স্বয়ং নিজ-ভক্ত বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সমগ্রজগৎকে ভাগবতসেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন।।৫৬।।

অকৈতব,----কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা সিদ্ধি-বাঞ্ছাই 'কৈতব' বা 'কাপট্য'; সেইসকল বাঞ্ছাবিরহিত কেবল-কৃষ্ণসেবা বাঞ্ছা-মূলক।।৫৮।।

তোমার .....প্রকাশ,----তখনও ভক্তগণ বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ না জানিয়া পাল্য-ভক্তজ্ঞানে এই বলিয়া আশীর্বাদ ও স্তুতি করিতেছেন,----'তোমার শুদ্ধ নির্মল চিন্ময়-হৃদয়ে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাময় কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমাত্মক অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ আবির্ভূত, প্রকটিত বা অবতীর্ণ হউন।।'৬০।।

কৃষ্ণকীর্তনই যে সমগ্রজীবের একমাত্র নিত্য অনুশীলনীয়, তাহা যাহারা বুঝিতে না পারিয়া অথবা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকীর্তনের প্রতি পরিহাস বা উপহাস করে, সেই কৃষ্ণজ্ঞানহীন লোকসকল তোমার প্রেমবলের কণামাত্র লাভ করতঃ কৃষ্ণভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু পান করিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিমগ্ন হউক। তুমি জগদ্গুরুর কার্য করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবন বুদ্ধি প্রদান-পূর্বক সর্বক্ষণ কৃষ্ণভজনে নিয়োগ কর।।৬২।।

'বক' বা বকব্রতী,----''অধোদৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজ।।'' অতএব 'বক'-শব্দে এস্থলে বঞ্চনাভিসন্ধি-মূলে মৌনবৃত্তিবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণেতর প্রজল্পে বা অভক্তি পর শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় কোটিমুখ হইলেও কৃষ্ণভক্তিই যে সর্বত্র সর্বদা সর্বশাস্ত্রের একমাত্র অবিতর্ক্য তাৎপর্য, তাহা বুঝিয়াও বা জানিয়াও বিপ্রলিপ্সা-দোষ-বশতঃ তাহার ব্যাখ্যাকালে তাহারা মৎস্যভক্ষণ-লোলুপ বকপক্ষীর ন্যায় ভণ্ড, ধূর্ত, শঠ বা কপট মৌনবৃত্তি প্রদর্শন করে।।৬৬।।

ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তাশীর্বাদ গ্রহণ ও ভক্ত-দুঃখ-শ্রবণে তন্মোচনার্থ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা—

ভক্ত-আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।।৭৪।।
শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর।।৭৫।।

ভক্তগণের প্রতি প্রভুর উৎসাহ, আশ্বাস ও অভয়-প্রদান—

প্রভু কহে,—"তুমি-সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল' সে-ই হইবে নিশ্চিত।।৭৬।।
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল।।৭৭।।
কোন্ ছার হয় পাপ-পাষণ্ডীর গণ?
সুখে গিয়া কর' কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন"৭৮।।

স্বীয় ভক্তের সর্ববিধ সেবনার্থই ভগবানের সর্বদা সর্বত্র অবতার-গ্রহণ—

ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি' সর্বত্র কৃষ্ণের অবতারে।।৭৯।।

ভক্তগণকে ভাবি-কৃষ্ণাবতার-বিষয় ও স্বীয় দৈন্য-প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

"এবে বুঝি তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আনন্দ।।৮০।।
তোমা'-সবা হৈতে হবে জগৎ-উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার।।৮১।।

তৎকালে নবদ্বীপ-নগরে কৃষ্ণের অভক্ত প্রসিদ্ধ কর্মী, জ্ঞানী বা যোগী সন্ন্যাসী তপস্বীর অভাব ছিল না, জানা যায়।।

কৃষ্ণকীর্তন-দুর্ভিক্ষ ও ত্রিতাপ-দুঃখদাবাগ্নি-জ্বালার প্রবল উত্তাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত কৃষ্ণকীর্তন-বিরোধিগণের মর্মন্তুদ ভীষণ কৃষ্ণবিদ্বেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ সর্বক্ষণ অতিশয় মনঃকষ্টে জীবন-যাপন করিতেছেন, বলিলেন।।৭০।।

এ-পথে---কৃষ্ণভক্তিমার্গে।।৭১।।

বাখানিলে,---কৃষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণগুণানুবাদ করিলে।

গ্রাসিতে,---গ্রাস বা আক্রমণ করিতে।

কাল,---দোষপূর্ণ কলি-কাল; যম, মৃত্যু বা সংসার।

কৃষ্ণকীর্তনের (১) কালভয়-নিবারকত্ব,---(ভাঃ ৩।২৫।৩৮ শ্লোকে মাতা দেবহূতি প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি---)

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্।।"

অর্থাৎ 'হে শান্তরূপে! আমি যাঁহাদের প্রিয়, আত্মা পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ্ ও দেবতুল্য পূজ্য, সেই মৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও সুখভোগহীন অর্থাৎ নিজ ভক্তিপথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না, সুতরাং আমার অনিমিষ কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও লেহন, স্পর্শ বা গ্রাস করিতে সমর্থ নহে।'

(২) মৃত্যু বা সংসারভয়-নিবারকত্ব---(ভাঃ ১।১।১৪ শ্লোকে শ্রীসূতের প্রতি শৌনকাদি ঋষির উক্তি---) "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।।"

অর্থাৎ "ঘোর-সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সদ্যঃ মুক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং সাক্ষাৎ ভয় বা মৃত্যু যাঁহা হইতে ভয় পায়, (সেই ভগবানের লীলাসকল পুণ্যশ্লোক লোকগণ সতত স্তব করিয়া থাকেন; শুদ্ধিকাম কোন্ ব্যক্তি কলিকলুষাপহ তাঁহার যশঃ শ্রবণ না করিবে?)"

(কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দুস্তবে---) "নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি। বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দনেতি ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ব কৃতান্তভীতিঃ।।"

অর্থাৎ 'হে নারায়ণ, হে নরকার্ণবতারণ, হে দামোদর, হে মধুদৈত্যঘাতিন্, হে চতুর্ভূজ, হে বিশ্বম্ভর, হে বিরজ, হে জনার্দন---ইত্যাদি নামে যাঁহারা সতত আমাকে আহ্বান করেন, তাঁহাদের জন্ম বা কিরূপে সম্ভবে?'৭৭।।

সেবক করিয়া মোরে সবেই জানিবা।
এই বর—'মোরে কভু না পরিহরিবা'।।"৮২।।

ভক্তগণের পদধূলি ও আশীর্বাদ-গ্রহণ—

সবার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্বাদ সবেই করেন বহুতর।।৮৩।।

গঙ্গাস্নানান্তে স্বগৃহে আগমন—

গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সবে ঘর।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর।।৮৪।।

ভক্তবিদ্বেষ-শ্রবণে পাষণ্ডিগণের প্রতি ক্রোধোদয়—

আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর।।৮৫।।

প্রভুর আপনাকে পাষণ্ডি-সংহারক বিষ্ণু বলিয়া হুঙ্কার ও তল্লীলাভিনয়—

"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বারে-বার।।৮৬।।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়।।৮৭।।

এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ।।৮৮।।

প্রভুলীলানভিজ্ঞা পুত্রবৎসলা শচীর দুঃখভরে সকলের নিকট পুত্রের ব্যাধি ও ক্রিয়াদি-বর্ণন—

স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার।।৮৯।।
"বিধাতা যে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন।।৯০।।
তাহারো কিরূপ মতি, বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্ছা পায়।।৯১।।
আপনে-আপনে কহে মনে-মনে কথা।
ক্ষণে বলে,—'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা'।।৯২।।
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর-ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে।।৯৩।।
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে।।"৯৪।।
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু-জ্ঞান করি' লোক বলে বান্ধিবার।।৯৫।।

ভগবান্ তাঁহার সেবোন্মুখ শুদ্ধভক্তগণের দুঃখ কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখন যে-স্থলে তাঁহার নিজ-জনগণের দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, তখন সে-স্থানে তিনি অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ঐকান্তিক আশ্রিত-ভক্তের সর্ববিধ দুঃখ মোচন করেন।

(আদিপুরাণ-বাক্য----) "জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। সর্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা। অস্মাকং বান্ধবা ভক্ত ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্। অস্মাকং গুরবো ভক্ত্যা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব। * * যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ। তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়।।"

(পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্ম সংবাদে----) "দর্শন-ধ্যান সংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্মবিহঙ্গমাঃ। পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মদে।।"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ৮০ সংখ্যা----) "পুরুষোত্তম চেদবাতরিষ্যদ্ভুবনেহস্মিন্ ভবান্ ভুবঃ শিবায়। বিকটাসুরমণ্ডলান্ন জানে সুজনানাং বত কা দশাভবিষ্যৎ।।"

অর্থাৎ 'হে পুরুষোত্তম! আপনি যদি পৃথিবীর মঙ্গলার্থ এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিকট অসুরমণ্ডল হইতে সুজনসকলের যে-দশা উপস্থিত হইত, আমি তাহা জানিতেও পারিতেছি না।।'৭৯।।

পরিহরিবা,----বর্জন বা পরিত্যাগ করিবে।।৮২।।

বৈষ্ণব আবেশ----বিষ্ণুলীলার দুষ্টনাশিনী মূর্তি।।৮৮।।

ক্ষণে......মাথা----'পাষণ্ডিগণের মস্তক ছিড়িয়া ফেলিব অর্থাৎ চূর্ণ করিব'।।৯২।।

কড়মড়ি,----(শব্দাত্মক), দন্তে দন্ত-ঘর্ষণ শব্দ।

মালসাট,----মল্ল+সাট (আস্ফোট), মল্লগণের ন্যায় বাহ্বাস্ফোটন।।৯৪।।

কৃষ্ণের,----কৃষ্ণপ্রেমের; লোক,----কৃষ্ণবহির্মুখলোক।।৯৫।।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টাকে বায়ুরোগ-বিকার-জ্ঞানে তচ্চিকিৎসার্থ মূঢ় লোকগুলির শচী-সমীপে ঔষধ ও পথ্য-বিধান-নির্দেশ—

শচীমুখে শুনি' যে যে দেখিবারে যায়।
বায়ু-জ্ঞান করি' সবে হাসিয়া পলায়।।৯৬।।
আস্তে-ব্যস্তে মা'য়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বলে—"পূর্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া।।"৯৭।।
কেহ বলে,—"তুমি ত' অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহান বার্তা জিজ্ঞাসহ কেনি?৯৮।।
পূর্বকার বায়ু আসি' জন্মিল শরীরে।
দুই-পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে।।৯৯।।
খাইবারে দেহ' ডাব-নারিকেল-জল।
যাবৎ উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল।।"১০০।।
কেহ বলে,—"ইথে অল্প-ঔষধে কি করে'?
শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ-বায়ু নিস্তরে।।১০১।।
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবৎ প্রবল নাহি হইবেক জ্ঞান।।"১০২।।

পুত্রবৎসলা সরলা শচীমাতার পুত্রার্থ চিন্তা, কৃষ্ণশরণ-গ্রহণ ও শ্রীবাসকে স্বগৃহে আহ্বান—

পরম-উদার শচী—জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা।।১০৩।।
চিন্তায় ব্যকুল আই কিছু নাহি জানে।
গোবিন্দ-শরণ লৈলা কায়-বাক্য-মনে।।১০৪।।
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব—সবার স্থানে-স্থানে।
লোক-দ্বারা শচী করিলেন নিবেদনে।।১০৫।।

একদা শ্রীবাসের শচীগৃহে আগমন; প্রভুর অভ্যর্থনা—

একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত।
উঠি' নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত।।১০৬।।

ভক্তদর্শনে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকারোদ্দীপন—

ভক্ত দেখি' প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব।
লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ।।১০৭।।
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি' প্রভু মূর্ছা পাইলা তখনে।।১০৮।।
বাহ্য পাই' কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহা-কম্প কভু স্থির না পারে হইতে।।১০৯।।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে কৃষ্ণভক্ত শ্রীবাসের উহাকে মহাভাব-জ্ঞান—

অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে'।
"মহা-ভক্তিযোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে?"।।১১০।।

বাহ্যদশা লাভ করিয়া শ্রীবাসকে নিজদশা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা—

বাহ্য পাই' প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে।
"কি বুঝ, পণ্ডিত! তুমি মোর এ-বিধানে?১১১।।
কেহ বলে,—মহা-বায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে?"১১২।।

প্রভুর নিকটে শ্রীবাসের প্রভু-প্রেমোন্মাদ-মাহাত্ম্য ও স্বরূপ-বর্ণন—

হাসি' বলে শ্রীবাসপণ্ডিত,—"ভাল বাই!
তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই।।১১৩।।

উন্মাদ বায়ু—উন্মাদজনক বায়ু (বাত)-রোগ।।১০০।।
নাহি করে বল,—বিক্রম প্রকাশ বা প্রদর্শন না করে, উগ্র না হয়।।১০০।।
আদি ১২শ অঃ ৭১-৭৩, ৮০।৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৯৫-১০২।।
শিবাঘৃত—আয়ুর্বেদোক্ত উন্মাদ-রোগ-হর ঘৃতবিশেষ।
পাকতৈল,—বিষ্ণুতৈল ও নারায়ণ-তৈল ইত্যাদি, আদি ১২শ অঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।১০২।।
মহাভক্তিযোগ,—কৃষ্ণপ্রেমের অধিরূঢ় মহাভাবাবস্থা।।১১০।।
কি.......বিধানে,—আমার অবস্থা কিরূপ বোধ কর।।১১১।।
মহা-বায়ু—বায়ুজ উন্মাদ-রোগ।
চিত্তে লয়,—মনে হয়; তোমার .....আমারে,—আমায় কিরূপ বলিয়া তোমার মনে বোধ হয়?।।১১২।।
বাই,—(বায়ু শব্দজ), উন্মাদ-রোগ; এস্থলে, কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ।।১১৩।।

মহা-ভক্তিযোগ দেখি' তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে।।''১১৪।।

তচ্ছ্রবণে প্রভুর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন-দান—

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে।।১১৫।।

প্রভুর হর্ষোৎসাহভরে উক্তি—

''সভে বলে,—'বায়ু', সবে আশংসিলা তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি।।১১৬।।
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতাম আজি মুঞি গঙ্গার ভিতরে।।''১১৭।।

শ্রীবাস-কর্তৃক প্রভুর মহাপ্রেম প্রশংসা ও নিজেচ্ছা-জ্ঞাপন—

শ্রীবাস বলেন,—''যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ-ভোগ।।১১৮।।
সবে মিলি' একঠাঁই করিব কীর্তন।
যে-তে কেনে না বলে পাষণ্ডী-পাপিগণ।।''১১৯।।

শচীকে শ্রীবাসের সান্ত্বনা ও প্রবোধ-দান এবং প্রভুর মহা-কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করিতে নিষেধাজ্ঞা—

শচী-প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
''চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন।।১২০।।
'বায়ু নহে,—কৃষ্ণভক্তি' বলিলুঁ তোমারে।
ইহা কভু অন্য-জন বুঝিবারে নারে।।১২১।।
ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা।।''১২২।।

শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে শচীর দুশ্চিন্তা-হ্রাস, কিন্তু পুত্রের গৃহত্যাগাশঙ্কা—

এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর।।১২৩।।
তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয়।।১২৪।।

ভগবৎকৃপাবলেই ভগবল্লীলা-রহস্যাবগতি—

এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়?১২৫।।

একদা গদাধর-সঙ্গে প্রভুর মায়াপুরে অদ্বৈত-দর্শনে গমন—

একদিন প্রভু-গদাধর করি' সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে।।১২৬।।

অদ্বৈতপ্রভুকে আপনভাবে কৃষ্ণার্চনরত-দর্শন—

অদ্বৈত দেখিলা গিয়া প্রভু-দুইজন।
বসিয়া করেন জল-তুলসী-সেবন।।১২৭।।
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে 'হরি হরি'।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, আপনা' পাসরি'।।১২৮।।
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি,—যেন মহারুদ্র-অবতার।।১২৯।।

আশংসিলা,----আশ্বাস প্রদান করিলে।।১১৬।।

ভোগ,----এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ-রোগ ভোগ, কৃষ্ণবিরহপ্রেমজ্বালা।।১১৮।।

যে-তে......পাপীগণ----''পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়াম। হরিরসমদির-মদাতিমত্তা ভুবিবিলুঠাম নটাম নির্বিশাম।।''১১৯।।

খণ্ডন করহ,----'ছেড়ে দাও', দূর বা ত্যাগ কর।।১২০।।

অন্য-জন, ভিন্ন লোক,----ভিন্ন-জন অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত ইতর অভক্ত বহির্মুখ বহিরঙ্গ ব্যক্তি।১২১-১২২।।

কৃষ্ণের রহস্য,----গুপ্ত গূঢ় দুর্বোধ্য কৃষ্ণলীলা-তাৎপর্য বা চমৎকারিত্ব।।১২২।।

বাহিরায়,----বাহির হয় (এস্থলে) গৃহ বা সংসার হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া যায় বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে।।১২৪।।

কে ......জানায়,----(শ্বেতাশ্বতরে ৩য় অঃ ১৯----) ''স বেত্তি ''বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা''; (মুণ্ডকে ৩।২।৩ ও কঠে ২।২৩----) ''যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।'' (ভাঃ ১।১৪।২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি----) ''অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চির বিচিন্বন্।।'' আলবন্দারু-স্তোত্রে ১৫ ও ১৬ শ্লোকদ্বয়ের শেষ-পদ----''নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্'' ও ''পশ্যন্তি কেচিদনিশং

স্বভক্তশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতকে দর্শনমাত্র প্রভুর মূর্ছা—

অদ্বৈত দেখিবা-মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্ছিত হই' পৃথিবী-উপর।।১৩০।।

প্রচ্ছন্নাবতারী আত্মসঙ্গোপনকারী স্বীয় প্রভুর দর্শনমাত্র তাঁহাকে প্রকাশ্যে পূজনেচ্ছা ও যথা-বিধি অর্চন—

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল।।১৩১।।
'কতি যাবে চোরা আজি?'—ভাবে মনে-মনে।
"এতদিন চুরি করি' বুল' এইখানে!১৩২।।
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই!
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই!"১৩৩।।
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্বপূজা-সজ্জ লই' নামিলা তখনে।।১৩৪।।
পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয় লই' সেই ঠাঞি।
চৈতন্যচরণ পূজে' আচার্য-গোসাঞি।।১৩৫।।
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি, নমস্করে।।১৩৬।।

কৃষ্ণপ্রণাম-শ্লোক—

তথা হি (বিষ্ণুপুরাণে ১ম অং ১৯শ অঃ ৬৫)—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"১৩৭।।

বারবার শ্লোকপাঠ ও প্রেমাশ্রুপাতপূর্বক পদপ্রক্ষালন—

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি' পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন-প্রভু করয়ে ক্রন্দনে।।১৩৮।।
পাখালিলা দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি' দাণ্ডাইলা পদতলে।।১৩৯।।

অদ্বৈতকে সসম্ভ্রমে গদাধরের তন্নিবারণ; অদ্বৈতের বাক্য-শ্রবণে গদাধরের প্রভুপ্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি—

হাসি' বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই'।
"বালকেরে, গোসাঞি! এমত না যুয়ায়।।"১৪০।।
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর! বালকে জানিবা কথো-দিনে।।"১৪১।।
চিত্তে বড় বিস্মিত হইলা গদাধর।
"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর।।"১৪২।।

ত্বদনন্যভাবাঃ।" চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ৮২ ও ৮৭ পদ্যাংশ—-'কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে' ও "পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে" ইত্যাদি অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য আলোচ্য।।১২৫।।

এস্থলে অদ্বৈত-শব্দ 'বসিয়া সেবন করেন' ক্রিয়া-পদের কর্তা। প্রভু-দুইজন,---শ্রীবিশ্বম্ভর ও শ্রীগদাধর।।১২৭।।

চোরা,---(প্রাদেশিক চলিত বা কথিত গ্রাম্য শব্দ, এস্থলে বিশেষ্য), চোর, বঞ্চক, আত্মগোপনকারী; চুরি করি',---আত্মগোপন-পূর্বক বঞ্চন করিয়া।।১৩২।।

চোরাই,----(চৌর্যবৃত্তি); চোরের ....এথাই,----(অদ্বৈতপ্রভু ভাবিতেছেন ও মনে মনে বলিতেছেন,) 'আমার প্রভু বিশ্বম্ভর প্রচ্ছন্নাবতারি-রূপে আত্মগোপন-পূর্বক যেমন বঞ্চন করিতেছেন, আমিও তদ্রূপ তাঁহার এই বর্তমান অন্তর্দশায় অবস্থানের সুযোগ গ্রহণপূর্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার উপর বাটপাড়ি, ডাকাতি বা লুণ্ঠন (এস্থলে, প্রকাশ্যে পূজা করিয়া তাঁহার ভগবৎপারতম্য প্রকাশ) করিব।।'১৩৩।।

চুরির,----বাটপাড়ি, ডাকাতি, লুট্‌পাট্ বা লুণ্ঠনের; (এস্থলে) আত্মগোপনকারী প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীমহাপ্রভুকে প্রকাশ্যে মনের সাধে পূজা করিয়া তাঁহার পূর্ণতম স্বয়ং ভগবত্তা প্রকাশ করিবার।।১৩৪।।

শ্রীচৈতন্যচরণার্চন-সম্বন্ধে জানিতে হইলে সদ্‌গুরুসমীপে লব্ধদীক্ষ অর্চনেচ্ছু ব্যক্তির কলিকাতা-স্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত 'অর্চনকণ' পুস্তকটি আলোচ্য।।১৩৫-১৩৬।।

হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণদ্বারা সমুদ্রমধ্যে পর্বতাচ্ছাদিত প্রহ্লাদের শ্রীভগবৎস্তুতি----

অন্বয়। ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মণ্যানাং বেদবিদাং দেবায় শ্রেষ্ঠায় উপাস্যায় বা) গোব্রাহ্মণহিতায়চ (গোভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ হিতং নিত্যমঙ্গলং যস্মাৎ তস্মৈ কৃষ্ণায়) নমঃ; অতএব জগদ্ধিতায় (জগতাং শর্মকৃতে) গোবিন্দায় (গোপনন্দনত্বেন গো-পালনলীলা-পরায়ণায়) কৃষ্ণায় (সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় পরব্রহ্মণে----"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ

বহির্দশায় আসিয়া প্রভুর অদ্বৈতকে প্রেমভরে অর্চনরত-দর্শন—

কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত-আচার্য।।১৪৩।।

আত্মসঙ্গোপনপূর্বক প্রভুর অদ্বৈত-স্তুতি—

আপনারে লুকায়েন প্রভু-বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে' যুড়ি' দুই কর।।১৪৪।।
নমস্কার করি' তাঁন পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়।।১৪৫।।
''অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়।
তোমার সে আমি,—হেন জানিহ নিশ্চয়।।১৪৬।।
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে।।১৪৭।।
তুমি সে করিতে পার' ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বদা প্রকাশ।।''১৪৮।।

প্রেমভরে পরস্পরের মহিমা-প্রকটনে ভক্ত ও ভগবান্, উভয়েই সম বা তুল্য—

নিজ-ভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে।
যেন করে' ভক্ত, তেন করেন আপনে।।১৪৯।।

পূর্বেই আত্মসঙ্গোপনকারী ছন্ন-প্রভুকে অদ্বৈতের ঈশ্বর-জ্ঞানে প্রকাশ্যে প্রকটন—

মনে বলে অদ্বৈত,—''কি কর' ভারি-ভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি।।''১৫০।।

এক্ষণে সবিনয়ে প্রভুকে একত্রাবস্থান-পূর্বক কৃষ্ণকীর্তনার্থ অনুরোধ—

হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
''সবা' হৈতে তুমি মোর বড়, বিশ্বম্ভর! ১৫১।।
কৃষ্ণ-কথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই।।১৫২।।

ইত্যভিধীয়তে।।'' ইতি যোগবৃত্ত্যা,----''কৃষি-শব্দশ্চ সত্তার্থোণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ।।'' ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তেঃ, তথা ''কৃষি-শব্দো হি সত্তার্থো নশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে।।'' ইতি বৃহদ্গৌতমীয়োক্তেশ্চ; এবং ''রূঢ়ির্যোগমপহরতি'' ইতি ন্যায়েন, নন্দযশোদা-নন্দনায় বা,----''কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পর-ব্রহ্মণি রূঢ়িঃ'' ইতি 'নামকৌমুদী' কৃদুক্তেশ্চ) নমঃ নমঃ (অসকৃদুক্তিস্ত্বত্যৌৎক্যেনেতি জ্ঞাতব্যম্)।।১৩৭।।

অনুবাদ। (প্রহ্লাদ কহিলেন,----) হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারিন্, আপনাকে নমস্কর; হে জগন্মঙ্গলকারিন্, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।।১৩৭।।

তথ্য। ব্রহ্মণ্যদেবায়,----''ব্রহ্মণ্যানাং দেবায় শ্রেষ্ঠায়'' (----শ্রীধরস্বামি-কৃত 'আত্মপ্রকাশ'-টীকা)।

'গো', 'কৃষ্ণ' ও 'গোবিন্দ'-শব্দের বিস্তৃত অর্থ জানিতে হইলে 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থের ১ম শ্লোকের শ্রীল জীবগোস্বামীকৃতা টীকা আলোচ্য।।১৩৭।।

পাখালিলা,----(সংস্কৃত প্র +ক্ষল্-ধাতু-নিস্পন্ন 'প্রক্ষালন' হইতে পাখালন, আর হিন্দী পাখাল্ না' হইতে), ধৌত বা প্রক্ষালন করিলেন।।১৩৯।।

জিহ্বা কামড়াই',----দন্তদ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া দাঁত দিয়া জিব্ চাপিয়া ধারিয়া (নিষেধকরণ বা নিবারণার্থ অত্যন্ত লজ্জা ও অসম্মতি-সূচক মুখভঙ্গিক্রিয়া)।

বালকেরে যুয়ায়,----হে প্রভো, বিশ্বম্ভরের ন্যায় বালকের প্রতি আপনার এইরূপ আচরণ কর্তব্য বা যোগ্য নহে।।১৪০।।

যাঁহারা----ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, তাঁহারাই প্রভুর অলৌকিক প্রেমবিকার-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলা বুঝিতে পারেন। কিন্তু শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর আত্মবঞ্চক ও আত্মবঞ্চিত অনুকরণকারী প্রাকৃত-সহজিক-সম্প্রদায় তাঁহার এই সকল চিদুপলব্ধিমূলক ভগবল্লীলা-কথা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কাপট্যভরে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনপূর্বক শ্রীচৈতন্যলীলার পারতম্য বুঝিতে না পারিয়া নরকের পথ অনুসন্ধান করে। বঞ্চিতগণও তাহাদের স্বার্থপোষক বঞ্চকগণকে নবগৌরাঙ্গ সাজাইয়া নিজেদের সর্বনাশ আনয়ন করে।।১৪২।।

সর্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা—তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্তন করিতে।।"১৫৩।।

প্রভুর অদ্বৈত-বাক্যাঙ্গীকার ও স্বগৃহে প্রস্থান—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম-হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে।।১৫৪।।

স্বীয় প্রভুর ভক্তবাৎসল্য ও সেব্যস্বরূপ-পরীক্ষণার্থ অদ্বৈতের গোপনে শান্তিপুরে স্বগৃহে গমন—

জানিলা অদ্বৈত,—হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে' চলিলেন শান্তিপুর-বাস।।১৫৫।।
"সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ।।"১৫৬।।

প্রভুর অবতারণকারি-অদ্বৈত-চরিত্র—দুরধিগম্য—

অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার?
যাঁর শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার।।১৫৭।।

পরমসত্যবস্তুর লীলায় অশ্রদ্দধান জনের নিশ্চয় পতন-সম্ভাবনা—

এ-সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত।।১৫৮।।

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভুর প্রত্যহ কৃষ্ণকীর্তন—

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি-দিনে-দিনে।
সংকীর্তন করে সর্ব-বৈষ্ণবের সনে।।১৫৯।।

তখনও প্রভুতে ঈশ্বরবুদ্ধির অভাব থাকিলেও প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে 'ঈশ্বর' বলিয়া সংশয়—

সবে বড় আনন্দিত দেখি' বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহ আপন-ঈশ্বর।।১৬০।।
সর্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ।।১৬১।।

প্রভুর প্রেমাবেশাবস্থা-বর্ণনে একমাত্র 'শেষ'ই সমর্থ—

যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কে কহিবে তাহা, সবে পারে প্রভু 'শেষ'।।১৬২।।

প্রভুর প্রেমবিকার-বর্ণন—

শতেক-জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শতশত-নদী-ধারে।।১৬৩।।
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে-ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে বহু রঙ্গ।।১৬৪।।

আবেশময়,—প্রেমাবিষ্ট।।১৪৩।।

নিজসেবকের মহিমা কি-প্রকারে বর্ধন করিতে হয় ও জয় কিরূপে কীর্তন করিতে হয়, তাহা একমাত্র ভক্তবশ ভগবানই জানেন; ভক্তসঙ্গবর্জিত অপর ব্যক্তিগণ তাহা জানে না। আবার সেব্য-ভগবানের প্রতি সেবক ভক্তগণ যেরূপ বিশ্রম্ভ-সহকারে নানাবিধ সেবা-প্রণয়-চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ ভক্তৈকপ্রাণ ভগবান্ও স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় ভক্তের প্রতি নানাবিধ সেবা-প্রণয় বিধান করিয়া অতুল অসীম ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন করেন। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, ভগবান্ প্রেম-বশে ভক্তের সেবা করিতে গিয়া নিজ সেব্য-ভাব-রহিত্য জ্ঞাপন করিতেছেন; পরন্তু তিনি ভক্তবাৎসল্য-প্রদর্শন-কল্পে ভক্তের ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে ভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর অত্যন্ত-ঘনিষ্ঠ বিশ্রম্ভময় সম্বন্ধ প্রচার করিলেন।।১৪৯।।

ভারিভূরি,-ভারি—খুব, অত্যন্ত, প্রচুর; ভুরি—সম্ভ্রম; অতএব ভারিভূরি, চাতুরী, চালাকি, বা চতুরালি, ওস্তাদি, বাহাদুরি, কের্দানি, সেয়াস্তমি, মুরুব্বি-আনা।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মনে মনে বলিতেছেন,—'তুমি চতুর্দশভুবনপতি হইয়াও যেরূপ আমার প্রতিষ্ঠা বর্ধনপূর্বক কেবল আত্ম গোপনরূপ চুরি করিতেছ, আমিও তদ্রূপ তোমার অন্তর্দশায় তোমাকে সেবা করিয়া তোমার সুগুপ্ত নিগূঢ় সেব্য-ভাবের সদ্ব্যবহার করিয়াছি। আমার নিকট তোমার স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ আমি তোমাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিয়া তোমার প্রচ্ছন্ন-অবতারিত্ব বুঝিয়া ফেলিয়া সকল-লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি।।'১৫০।।

বান্ধিয়া কৃপা বা দাস্যরূপ রজ্জুপাশে বন্ধন করিয়া।।১৫৬।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তত্ত্বনিরূপণ—সাধারণ পণ্ডিতাভিমানিজীবগণের পক্ষে অতিদুরূহ ব্যাপার। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু কারণার্ণবশায়ি-মহাবিষ্ণুর উপাদান-কারণাংশ। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজ-আকর সেব্যবস্তুরূপে প্রপঞ্চে উদয় করাইয়া সকলের গোচরীভূত ও

ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বলেন কৃষ্ণ-ব্যতিরেক।।১৬৫।।
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তান অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে'।।১৬৬।।
সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে-ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়।।১৬৭।।

প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাঁহাকে সকলের অতিমর্ত্য-জ্ঞান—

অপূর্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে।।১৬৮।।
কেহ বলে,—"এ পুরুষ অংশ-অবতার।"
কেহ বলে,—"এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার।।"১৬৯।।
কেহ বলে,—"কিবা শুক, প্রহ্লাদ, নারদ।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ।।"১৭০।।
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁরা বলে,—"কৃষ্ণ আসি' জন্মিলা আপনি।।"১৭১।।
কেহ বলে,—"এই বুঝি প্রভু-অবতার।"
এইমত মনে সবে করেন বিচার।।১৭২।।

বহির্দশায় আসিয়া পুনরায় প্রভুর প্রেমাশ্রুপাত—

বাহ্য হইলে ঠাকুর সবার গলা ধরি'।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি।।১৭৩।।

কৃষ্ণবিরহার্ত-গোপীভাব বিভাবিত প্রভুর খেদ—
তথাহি (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।।১৭৪।।

সহজপ্রাপ্য করাইয়াছিলেন। উপাদান-কারণাংশই-নিমিত্ত ও উপাদান কারণদ্বয়-মিলিত সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইতে সমর্থ। সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরির সহিত অভিন্ন শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের কৃপা-বলেই হরিবিমুখ জীবগণও মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ধান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। গৌরকৃষ্ণবিমুখ জীবকূলের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের অহৈতুকী দয়াই তাহাদের অনাদি-দুঃখনিবৃত্তির উপাদান-কারণ। যদি কোন ভাগ্যহীন জীব এই সকল মহাসত্য তত্ত্বকথায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া শ্রদ্ধাহীন হন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষাণাৎ অধোগত অর্থাৎ সুকৃতি হইতে বঞ্চিত হইবেন।।১৫৭-১৫৮।।

প্রভু 'শেষ',—ভগবান্ সহস্রবদন অনন্তদেব।।১৬২।।

প্রভুর অন্তর্দশা হইতে বাহ্যদশায় আগমন-মাত্রেই বদনে অনর্গল কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতেন। কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ যেরূপ নিদ্রিত বা তূষ্ণীভূত-অবস্থায় সর্বদা ভগবৎসেবা-বঞ্চিত থাকে এবং নিদ্রা-ভঙ্গ বা মৌন-ভঙ্গ হইলে নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণকর ভোগ্যবিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকেন, প্রভুর তদ্রূপ ব্যবহার ছিল না বা দৃষ্ট হইত না; তিনি অন্তরে-বাহিরে সর্বোত্তম আদর্শ লোকশিক্ষকরূপে কৃষ্ণসেবা-পরা সর্ববিধা চেষ্টাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।১৬৫।।

ভগবানের কৃষ্ণপ্রেমোচ্ছ্বাসময় হুঙ্কার-শব্দ শুনিয়া ভগবদ্বিমুখ শ্রোতৃবর্গের কর্ণপটহদ্বয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইত; কিন্তু তচ্ছ্রবণ-ফলে ভক্তগণ তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিকতর ভগবৎসেবোন্মুখ হইতেন।।১৬৬।।

অন্বয়। (হে) হরে, (গোপীজন-চিত্ত-চৌর,) (হে) অনাথবন্ধো, (অনাথানাং গোপীনাং বন্ধো আশ্রয়,) (হে) করুণৈকসিন্ধো, (করুণায়াঃ দয়ায়াঃ এক অদ্বিতীয় সিন্ধো আধার,) ত্বদালোকনং (তব আলোকনং দর্শনম্) অন্তরেণ (বিনা) অমূনি অধন্যানি (ত্বদ্দর্শনরাহিত্যাৎ এব অশুভানি অপ্রিয়াণি) দিনান্তরাণি (অবশিষ্টানি অন্যানি দিনানি) হা হন্ত হা হন্ত (অহো কষ্টম্ অহো কষ্টম্) কথং (কেন উপায়েন) নয়ামি (যাপয়ামি)?১৭৪।।

অনুবাদ। "ওগো গোপীজনের চিত-চোরা, ওগো অবলার বান্ধব, ওগো দয়ার সাগর শ্যাম, হায় হায়, তোমায় না দেখে' এই বিশ্রী দিনগুলো আমি কি কোরে কাটাই? বল।।"১৭৪।।

তথ্য। (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৫৯ সংখ্যায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহবর্ণনপ্রসঙ্গে—) "তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রিদিনে, এই কাল না যায় কাটান। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু, কৃপা করি' দেহ দরশন।।"১৭৪।।

কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণানুসন্ধান ও কৃষ্ণলাভার্থ অত্যুৎকণ্ঠা—

"কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন!"
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন।।১৭৫।।

অন্তরঙ্গভক্ত-সমীপে স্বীয় কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ নিবেদন—

স্থির হই' প্রভু সব-আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বলে,—"মোর দুঃখ করোঁ নিবেদনে।।"১৭৬।।
প্রভু বলে,—"মোর সে দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই।।"১৭৭।।

প্রভুর নিকট গুপ্তকথা-শ্রবণার্থ তাঁহাদের উপবেশন—

সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি' সবে বসিলেন চারিভিতে।।১৭৮।।

গোপীভাব-বিভাবিত প্রভুকর্তৃক কানাঞিঃ নাটশালায় কৃষ্ণ-দর্শনাখ্যান-জ্ঞাপন-মুখে কৃষ্ণরূপ-বর্ণন—

"কানাঞির নাটশালা-নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান।।১৭৯।।
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর।।১৮০।।
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ,—লখিতে না পারি।।১৮১।।
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম-সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর।।১৮২।।
নীলস্তম্ভ জিনি' ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।।১৮৩।।
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান।।১৮৪।।
আমার সমীপে আইলা হাসিতে-হাসিতে।
আমা' আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে।।"১৮৫।।

প্রভু-কৃপা ব্যতীত সকলেরই গোপীভাবচিত্ত প্রভুর বাক্য বুঝিতে অসামর্থ্য—

কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তান কৃপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে?১৮৬।।

কৃষ্ণকথা-বর্ণন মধ্যে প্রভুর প্রেম-মূর্ছা—

কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ!' বলি' পৃথিবী-উপর।।১৮৭।।

সকলের প্রভুকে ব্যস্তভাবে ধারণ ও ধূলি-মার্জন—

আথে-ব্যথে ধরে সব 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
স্থির করি' ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি।।১৮৮।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ১৫----) "কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। ক্যা করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।" (ঐ অন্ত্য ১২পঃ ৫----) "হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহাঁ যাঙ কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন।।' (ঐ অন্ত্য ১৫পঃ ২৪) "ক্যা করোঁ, কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, দুঁহে মোরে কহ সে উপায়।।" (ঐ অন্ত্য ১৭পঃ ৫৩----) "ক্যা করোঁ, কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়।।"১৭৫।।

জীবন কানাই,----প্রাণস্বরূপ কানু (নন্দনন্দন)।।১৭৭।।

রহস্য,----গোপনীয় বা অপ্রকাশ্য কথা বা ঘটনা।।১৭৮।।

কানাঞির নাটশালা,----'কান্হাইয়ার স্থান'-নামেই স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত। কলিকাতা-হাওড়া-কাটোয়া-অজিমগঞ্জ-বারহাওড়া লাইনে 'তালঝরি'-ষ্টেশনে নামিয়া মাঠের কাঁচা-রাস্তায় প্রায় দুই মাইল পূর্বোত্তরাদিকে অথবা পাকারাস্তায় ষ্টেশনের পূর্বদিক্‌স্থিত মঙ্গলহাট-গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে 'কানাইর নাটশালা' অবস্থিত। এই 'কানাইয়ার স্থান'টির চতুর্দিকেই বনজঙ্গল, একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি বড় মন্দিরের ভিতর শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকান্হাইয়ালাল-জি এবং বহু শালগ্রাম-শিলা প্রাচীনকাল হইতে পূজিত হইতেছেন। তাহার পার্শ্বেই আর একটি প্রস্তর-মঞ্চের (মন্দিরের?) উপর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত দুই জোড়া শ্রীচরণ চিহ্ন বহুকাল হইতে স্থাপিত আছে বলিয়া প্রবাদ; তাহা অধুনা জনৈক বিরক্ত-পূজারী অর্চন করেন। এই উভয়-মন্দিরের মধ্যবর্তিস্থানেই ৪৪৩ গৌরাব্দে প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের সেবাগ্রহ-ফলে একটি গৌরপাদপীঠ-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে একমাইল পূর্বদিকে গঙ্গা প্রবহমানা এবং একমাইল দূরে লোকের বসতি।।১৭৯।।

প্রেমবিহ্বল প্রভুর কেবল 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন—

স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয়।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয়।।১৮৯।।

বহির্দশায় আসিয়া প্রভুর অতিদৈন্য-বিনয়োক্তি—

ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতিনম্র-কলেবর।।১৯০।।

প্রভুর কৃষ্ণভজন-বর্ণন-শ্রবণে সকলের সদৈন্যে পালক-জ্ঞানে প্রভুকে স্তুতি ও স্ব-দুঃখ-নিবেদন—

পরম-সন্তোষ চিত্ত হইল সবার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার।।১৯১।।
সবে বলে,—''আমরা-সবার বড় পুণ্য।
তুমি-হেন-সঙ্গে সবে হইলাঙ ধন্য।।১৯২।।
তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে?
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে।।১৯৩।।
অনুপাল্য তোমার আমরা সর্বজন।
সবার নায়ক হই' করহ কীর্তন।।১৯৪।।
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীরসকল।
তোমার এ প্রেমজলে করহ শীতল।।''১৯৫।।

ভক্তগণকে সান্ত্বনান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন—

সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্তসিংহ-প্রায় নিজ-বাস।।১৯৬।।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দাবিষ্ট প্রভুর আচরণ দ্বারা সম্ভোগমূলক-গৌরনাগরী-বাদ নিরাস—

গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব।।১৯৭।।

প্রভু-প্রেমাশ্রু-বর্ণনে গ্রন্থকারের অতুল-কবিত্ব-শক্তি—

কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে! ১৯৮।।

প্রভুর অলৌকিক বাক্যাদি তাঁহার কোন্-দশায় কোন্‌ভাবাবেশে কোন্ কোন্ উদ্বুদ্ধ-স্বরূপ ব্যক্তির জন্য কথিত হইতেছে, তাঁহার কৃপা-বলে ব্যতীত কাহারও তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। যাহারা কপটতা করিয়া লব্ধপ্রেমাভিমানে গৌরসুন্দরের প্রেম-চেষ্টার অনুকরণ করে, তাহারা নরকের দিকে অতি দ্রুতবেগে নির্ব্বিবাদে গমন করে। প্রাকৃতসাহজিকগণ অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরচরিত্র না বুঝিয়া যখন হরিসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম ও পরবঞ্চনার কু-অভিপ্রায়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য আত্মবিনাশিনী চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণভজনপর সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় না করিয়া যখন কৃষ্ণভক্তিহীন জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, বা জ্ঞানীর জঘন্য চরণকে গুরুপাদপদ্ম জ্ঞানে বরণ করে, তখন তাহাদের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কোন কৃপা হয় নাই, জানিতে হইবে; পক্ষান্তরে তাহারা গৌরভোগী হইয়া নিজ-কৃত অপরাধের ফলে ভয়ানক অমঙ্গল লাভ করে।।১৮৬।।

বৈকুণ্ঠে----ঐশ্বর্য্যরসপ্রধান পরব্যোমে। তাঁর...করে,----তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্যরসপ্রধান বৈকুণ্ঠও অরুচিকর বা অল্প-মহিমা-বিশিষ্ট।

তিলেকে,----অতিসূক্ষ্ম-কালাংশে; পাঠান্তরে, 'তিলার্ধ'।। ১৯৩।।

ব্যাভার-প্রস্তাব,----গৃহমেধীয় বা গৃহস্থোচিত সাংসারিক ব্যবহার-প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-গৃহে আসিয়াও সাংসারিক-ব্যবহারানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে কোন-প্রকার কৃষ্ণেতর ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করিতেন না; গৌরগৃহে কৃষ্ণবিরহপ্রেম যেন মূর্তি প্রকট বা পরিগ্রহ করিয়া সর্বক্ষণ বিরাজিত ছিলেন। অবৈধ গৃহব্রত বা গৃহমেধী নবীন গৌরনাগরী-মতবাদিগণ অশাস্ত্রীয় ও তত্ত্ববিরুদ্ধভাবে নিজেদের উর্বর-মস্তিষ্কে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী ঐশ্বর্য্যরসপ্রধানা স্বকীয়া কান্তা মহালক্ষ্মী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের যে-সকল সম্ভোগ-লীলা কল্পনা বা রচনা করেন, তাহা এই পদ্যে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীমদ্ বৃন্দাবন-দাস অতি নির্ম্মল ও সুস্পষ্ট-ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন।।১৯৭।।

এস্থলে 'উৎপ্রেক্ষা'-নামক অলঙ্কার গ্রন্থকারের অতুল কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক।

প্রভুর বদনমণ্ডলে প্রেমানন্দাশ্রুধারার সহিত তদীয় চরণোদ্ভূতা গঙ্গা-ধারার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে; প্রভুর নয়নে সেই প্রেমানন্দাশ্রু ধারা-পাত-দর্শনে স্বতঃই মনে হয়,—যেন সত্য-সত্যই গঙ্গা-জল-স্রোত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে,—ইহাই 'উৎপ্রেক্ষালঙ্কার'।।১৯৮।।

প্রভুর শ্রীমুখে সর্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণকথা—

'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ' মাত্র প্রভু বলে।
আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে।।১৯৯।।

অন্তরঙ্গভক্ত-দর্শনমাত্র তাঁহাকে প্রভুর কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা—

যে-বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন,—"কৃষ্ণ কোন্ খানে?"২০০।।

ভক্তগণের যথা-জ্ঞানে প্রভুকে সান্ত্বনা—

বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যেমত, সেইমত প্রবোধয়।।২০১।।

একদা তাম্বূল-হস্তে গদাধরের আগমন; গদাধরকে প্রভুর কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা—

একদিন তাম্বূল লইয়া গদাধর।
হরিষে হইলা আসি' প্রভুর গোচর।।২০২।।
গদাধরে দেখি' প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?"২০৩।।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমার্তি-দর্শনে গদাধর নির্বাক—

সে আর্তি দেখিতে সর্ব-হৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিবে,—হেন বচন না স্ফুরে।।২০৪।।

ব্যস্ততা-ক্রমে গদাধরের উক্তি—

সম্ভ্রমে বলেন গদাধর-মহাশয়।
"নিরবধি থাকে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়।।"২০৫।।

প্রভুর স্ব-বক্ষো-বিদারণ-চেষ্টা—

'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন-হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া।।২০৬।।

অতিকষ্টে গদাধরের প্রভুকে নিবারণ ও সান্ত্বনা—

আথে-ব্যথে গদাধর দুই হাতে ধরি'।
নানা-মতে প্রবোধি' রাখিলা স্থির করি'।।২০৭।।

দূর হইতে শচীর গদাধরের যাবতীয়-চেষ্টা-দর্শন ও হর্ষভরে তৎপ্রশংসা—

"এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও মনে।"
গদাধর বলে, আই দেখেন আপনে।।২০৮।।
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি।
"এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি।।২০৯।।
মুঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে।
শিশু হই' কেমন প্রবোধিল ভালমতে।।"২১০।।
আই বলে, "বাপ! তুমি সর্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা।।"২১১।।

আর জিজ্ঞাসিলে,---- কৃষ্ণ বিরহব্যাকুল প্রভুর নিকট কেহ 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে প্রভুর নিকট হইতে কেহই কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কোন কথা বা উত্তর শুনিতে পাইত না।।১৯৯।।

পূর্ববর্তী ১৭৫ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।২০০।।

কি বোল....স্ফুরে,----সমাগত সকলেই কি বলিয়া যে কৃষ্ণবিরহার্ত প্রভুকে প্রবোধ বা সান্ত্বনা প্রদান করিবে, তাহা বুঝিতে বা স্থির করিতে না পারায় তাহাদের বাক্যস্ফূর্তি হইত না।।২০৪।।

সম্ভ্রম----সম্----ভ্রম্ (ভ্রমণ করা) + অ (ভাবে অল্); এ-স্থলে, ভয় বা ভক্তি-বশতঃ ব্যস্ততার সহিত।।২০৫।।

এস্থলে, প্রভুর প্রতি শচী-মাতার দেবকীর ন্যায় ঐশ্বর্যমিশ্র বাৎসল্য-রস প্রকাশিত।।২১২।।

নর,----মর্ত্য, মানুষ বা মানব; এ ......নহে,----এই বিশ্বম্ভর নিশ্চয়ই কোন অতিমর্ত্য অলৌকিক পুরুষ।।২১৩।।

ধ্বনি,----সুর বা কণ্ঠ-স্বর।।২১৫।।

নিখিল আশ্রিতবর্গের মধ্যে কান্তারসের আশ্রয়-বিগ্রহ কৃষ্ণমোহিনী শ্রীমতী রাধিকার গরিষ্ঠত্ব ও গাম্ভীর্য সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার চিত্তেই সমস্ত অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবগুলি পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণার্থ যুগপৎ একদা উদিত হয়; সুতরাং শ্রীমতী রাধার ভাবে বিভাবিত প্রভুর চিত্তেও যে ঐ ভাবগুলি যুগপৎ এককালে একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি?২১৯।।

দেবকীর ন্যায় শচীর প্রভুপ্রতি ঐশ্বর্যমিশ্র বাৎসল্য ও ভয়মিশ্র-বিস্ময়—

অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি' আই।
পুত্র-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই।।২১২।।
মনে ভাবে আই,—"এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে!২১৩।।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।"
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়।।২১৪।।

সায়ংকালে ভক্তগণের ক্রমশঃ প্রভুগৃহে আগমন—

সর্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যা-সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে-অল্পে মিলে।।২১৫।।

কীর্তনগায়ক মুকুন্দের সুস্বরে ভক্তিসূচক-শ্লোকাবৃত্তি—

ভক্তিযোগ-সহিত যে-সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয়।।২১৬।।

তচ্ছ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশ ও যুগপৎ সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাব-প্রাকট্য—

পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি।।২১৭।।
'হরি বোল' বলি' প্রভু লাগিলা গর্জিতে।
চতুর্দিকে পড়ে, কেহ না পারে ধরিতে।।২১৮।।
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জন।
একবারে সর্ব-ভাব দিলা দরশন।।২১৯।।

তৎকালে ভক্তগণের কৃষ্ণনামকীর্তন—

অপূর্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নাহে সম্বরণ।।২২০।।

প্রভুর সারারাত্রি প্রেমাবেশ ও প্রাতে বহির্দশা—

সর্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্তেক-প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায়।।২২১।।

প্রভুর স্বগৃহে প্রত্যহ উচ্চকীর্তন-বিলাস—

এইমত নিজ-গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশিদিশি করেন কীর্তন।।২২২।।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখি' নাশ।।২২৩।।
'হরি বোল' বলি' ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন-ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ।।২২৪।।

প্রভুর উচ্চকীর্তনধ্বনি-শ্রবণে পাষণ্ডিগণের নিদ্রা-ভোগ-ভঙ্গ ও নানা-বিদ্বেষ-প্রলাপোক্তি—

নিদ্রা-সুখ-ভঙ্গে বহির্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেনমত ইচ্ছা বলিয়া মরয়।।২২৫।।
কেহ বলে,—'এ-গুলার হইল কি বাই?"
কেহ বলে,—"রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই।।"২২৬।।
কেহ বলে,—"গোসাঞি রুষিবে বড় ডাকে।
এ-গুলার সর্বনাশ হৈবে এই পাকে।।"২২৭।।
কেহ বলে,—"জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম-উদ্ধত-হেন সবার ব্যভার।।"২২৮।।

সর্বোপরি ভক্তরাজ শ্রীবাসের বিরুদ্ধেই পাষণ্ডিগণের ক্রোধ-কটূক্তি—

কেহ বলে,—"কিসের কীর্তন কে বা জানে?
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া-বামনে।।২২৯।।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখ পাষণ্ডি-জনগণ সর্বদা বিষয়-ভোগ-কার্যে জাগরূক, পরন্তু কৃষ্ণসেবা-কার্যে নিদ্রিত থাকিয়া কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যায়; কিন্তু এক্ষণে শচীনন্দনের উচ্চ হরিকীর্তনধ্বনিতে তাহাদের সেই তামসিক-নিদ্রা-ভঙ্গফলে তাহাদের হরিসেবা-বিমুখ চিত্ত উদ্বুদ্ধ ও চমকিত হইয়াছিল।।২২৪।।

আদি ৭ম অঃ ২১, ১১ অঃ ৫৩-৫৭, ১৬ অঃ ১০-১৩ ও ২৫৫-২৬২, ২৬৯ ও ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২২৫-২২৮।।

পাঁক,—পেঁচ, চক্র; বামনে—(অবজ্ঞার্থে) ব্রাহ্মণ।

এত.....বামনে,—এইসমস্ত কুচক্র, কুমন্ত্রণা বা দুরভিসন্ধির মূলই—এই শ্রীবাস-বিপ্র।।২২৯।।

আদি ১৬ অঃ ১২-১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহা বাই,—মহা-বায়ু বা উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত, অত্যুন্মত্ত।।২৩১।।

মাগিয়া খাইবার লাগি' মিলি' চারি ভাই।
'কৃষ্ণ' বলি' ডাক ছাড়ে—যেন মহা-বাই।।২৩০।।
মনে-মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়?
বড় করি' ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়?"২৩১।।

সর্বত্র কৃষ্ণকীর্তনের বিরুদ্ধে রাজরোষবিষয়ক জনরব-প্রচার—

কেহ বলে,—"আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি' হৈল দেশের উৎসাদ।।২৩২।।
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা।।২৩৩।।
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ।।২৩৪।।
যে-তে-দিকে পলাইবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
আমা'-সবা' লৈয়া সর্বনাশ উপস্থিত।।২৩৫।।
তখনে বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
'শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর।।'২৩৬।।
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে।।"২৩৭।।
কেহ বলে,—"আমরা সবার কোন্ দায়?
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি' চায়।।২৩৮।।
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে।
'রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে।।'২৩৯।।

রাজদৌরাত্ম্য-সম্ভাবনা শ্রবণ করিয়াও প্রপন্ন ভক্ত-সমাজের নির্ভয়ত্ব—

বৈষ্ণবসমাজে সবে এ কথা শুনিলা।
'গোবিন্দ' স্মঙরি' সবে ভয় নিবারিলা।।২৪০।।
"যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সে-ই 'সত্য' হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমে ভয়?"২৪১।।

তচ্ছ্রবণে বিশ্বাসপ্রবণ সরলমতি শ্রীবাসের আশঙ্কা—

শ্রীবাসপণ্ডিত—বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে, সে-ই প্রত্যয় তাঁহার।।২৪২।।
যবনের রাজ্য দেখি' মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়।।২৪৩।।

ভক্তদুঃখ-ভয়-মোচনার্থ ভগবানের আত্মপ্রকটনেচ্ছা—

প্রভু অবতীর্ণ—নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন।।২৪৪।।

বিশ্বম্ভরের অপূর্ব-বেশ ভূষণ-বর্ণন, ভ্রমণ-সুখে প্রভুর গঙ্গাতীরে আগমন--

নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর।।২৪৫।।
সর্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন।।২৪৬।।
চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ।।২৪৭।।

আদি ১৬ অঃ ২৫৭, ২৬৯-২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৩১।।

পড়িল,----আসিয়া পড়িল, হইল; প্রমাদ,----বিপদ্ আপদ্।

উৎসাদ,----উৎ----সদ্ (হিংসা করা) + অ (ভাবে ঘঞ্), বিনাশ, বিধ্বংস।।২৩২।।

দেওয়ানে,----আদি ১৫ অঃ ২৫ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।২৩৩।।

তখনে ভিতর,----আদি ১৬ অঃ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৩৬।।

যখন সাক্ষাৎ প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং রক্ষকরূপে বর্তমান, তখন বিঘ্নকারী প্রাকৃত কোন-বস্তু হইতেই আর আমাদের কোনরূপ ভয় নাই।

(ভাঃ ১০।২।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি----) "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।।"২৪১।।

শ্রীবাস-পণ্ডিত বড়ই সরল ও উদারপ্রকৃতি ভক্ত ছিলেন বলিয়া যে যাহাই তাঁহার নিকট বলিত, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দুধর্মবিরোধী রাজার রাজ্যে সকলই সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল।।২৪২।।

দিব্য-বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথী-কূল।।২৪৮।।

প্রভু-দর্শনে ভক্তগণের হর্ষ ও পাষণ্ডিগণের বিমর্ষ—

যতেক সুকৃতি হয় দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী, সব হয় বিমরিষ।।২৪৯।।

অকুতোভয় প্রভুর নির্ভীকতা দর্শনে পাষণ্ডিগণের বিস্ময় ও প্রলাপ—

"এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়।।"২৫০।।
আর-জন বলে,—ভাই! বুঝিলাঙ, থাক'।
যত দেখ এই সব—পলাবার পাক।।"২৫১।।

গঙ্গা-পুলিনে গো-চারণ-দর্শন-মাত্র প্রভুর 'পূর্ব' ব্রজ-লীলা-স্মৃতির উদ্দীপন—

নির্ভয়ে চাহেন চারিদিকে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর।।২৫২।।
গাভী এক যূথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হম্বারব করি' আইসে জল খাইবারে।।২৫৩।।
ঊর্ধ্ব পুচ্ছ করি' কেহ চতুর্দিকে ধায়।
কেহ যুঝে, কেহ শুয়ে, কেহ জল খায়।।২৫৪।।
দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করে হুহুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বারে-বার।।২৫৫।।

দ্রুতবেগে নৃসিংহার্চনরত শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার গৃহে গমন ও পদাঘাত—

এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া?" বলয়ে হুঙ্কারে।।২৫৬।।
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে।।।২৫৭।।

শ্রীবাসের নিকট আপনার বিষ্ণুত্ব বিজ্ঞাপন—

"কাহারে পূজিস্, করিস কার্ ধ্যান?
যাঁহারে পূজিস্ তাঁরে দেখ্ বিদ্যমান।।"২৫৮।।

অর্চন-ধ্যান-ভঙ্গে সম্মুখে বীরাসনে হুঙ্কার-রত চতুর্ভুজ গৌরহরিকে শ্রীবাসের দর্শন ও বিস্ময়ে স্তম্ভ—

জ্বলন্ত-অনল দেখে শ্রীবাসপণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চা'হে চারিভিত।।২৫৯।।
দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভূজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।।২৬০।।
গর্জিতে আছয়ে যেন মত্তসিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার।।২৬১।।
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে।।২৬২।।

শ্রীবাসকে প্রভুর উৎসাহ ও অভয়-দান-মুখে স্ব-তত্ত্ব-বর্ণন ও স্তবপাঠার্থ-আজ্ঞা—

ডাকিয়া বলয়ে প্রভু,—"আরে শ্রীনিবাস।
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ?২৬৩।।
তোর উচ্চ সংকীর্তনে, নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ, আইনু সর্ব পরিবারে।।২৬৪।।
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি মোরে না জানিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া।।২৬৫।।
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড়' মোর স্তব।।"২৬৬।।

গৌররূপ-বর্ণন,—আদি ৮ম অঃ ১৮৪-১৮৭, ১১ অঃ ৩৪, ১৩ অঃ ৬১-৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৪৫-২৪৮।।

রাজার ....বেড়ায়,—আদি ৬ষ্ঠ অঃ ৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৫০।।

থাক,—একটু 'তিষ্ঠ', 'থাম', 'সবুর', বা অপেক্ষা কর।

পাক,—পেঁচ, চক্র, ফন্দি, কৌশল, মৎলব, অভিসন্ধি।।২৫১।।

মুঞি সেই—আমিই সেই স্বয়ং গোপরাজ-নন্দ-নন্দন।।২৫৫।।

বীরাসন—আদি ১০ম অঃ ১২শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।২৬০।।

নাড়া—শ্রীসজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ডে ১১শ সংখ্যায় সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে নাড়া-শব্দে উক্তি করিয়াছেন। ঐ নাড়া-শব্দের অনেক-প্রকার অর্থ শুনিয়াছি। কোন বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলিয়াছেন

শ্রীবাসের প্রেমক্রন্দন ও নির্ভয়ে হর্ষভরে যুগ্মকরে প্রভুস্তুতি—

প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয়, পাইয়া আশ্বাস।।২৬৭।।
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি' দুই কর।।২৬৮।।

মহাভাগবত বিদ্বান্ শ্রীবাসের ব্রহ্ম-কৃত ভগবৎস্তুতি পাঠ—

সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাই' স্তুতি করে যেন অভিমত।।২৬৯।।
ভাগবতে আছে ব্রহ্ম মোহাপনোদন।
সেই শ্লোক পড়ি' স্তুতি করেন প্রথম।।২৭০।।

গোপরাজতনয় কৃষ্ণের রূপ-বর্ণন ও তৎপ্রণাম—

তথা হি (ভাঃ ১০।১৪।১)—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।।"২৭১।।

শ্লোকার্থ—

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘন বর্ণ, পীত বসন যাঁহার।।২৭২।।
শচীর নন্দন—পা'য়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার।।২৭৩।।
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার।।২৭৪।।
জগন্নাথপুত্র-পা'য়ে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার।।২৭৫।।
শৃঙ্গ, বেত্র, বেনু—চিহ্ন-ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার।।২৭৬।।
চারি-বেদে যাঁরে ঘোষে 'নন্দের কুমার।'
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার।।"২৭৭।।

মনের সাধে প্রভুস্তুতি—

ব্রহ্মস্তবে স্তুতি করে' প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বলয়ে—যত আইসে বদনে।।২৭৮।।

যে, নার-শব্দে জীব-সমষ্টি; তাহাতে অবস্থিত মহাবিষ্ণুকে 'নারা' বলা যায়। সেই নারা-শব্দের অপভ্রংশই কি 'নাড়া'? রাঢ়দেশীয় লোকেরা অনেকস্থলে 'র' স্থানে 'ড়' বলিয়া থাকেন। তাহাতেই কি নারা-শব্দ 'নাড়া' বলিয়া লেখা হইয়াছে? এই অর্থটী অনেকাংশে ভাল বলিয়া বোধ হয়।"

'নার' ও 'নারা' (নাড়া),----ভাঃ ১০।১৪।১৪ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত 'ভাবার্থদীদিপিকা'-টীকা,----"নারং জীবসমূহোঽয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। * * নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি। * * অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাস্তথা নরাজ্জাতঃ যজ্জলং তদয়নাদ্যোনারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ * * । তথা চ স্মর্যতে,----'নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।।' ইতি, তথা (মনু-সং ১।১০)----"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।।' ইতি চ।"২৬৪।।

ব্রহ্মমোহাপনোদনে,----ভাঃ ১০ স্কন্ধ ১৪ অঃ দ্রষ্টব্য।।২৭০।।

ব্রজের গো-বৎস-হরণকারী ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শনে স্তব করিতেছেন----

অন্বয়। (স্বকৃতাপরাধেন ভিয়া সকম্পতয়া ভগবন্মহিমানমনবগাহমানো যথা দৃষ্ট-স্বরূপমেব কীর্তয়ন্নাহ,----) (হে) ঈড্য, (স্তুত্য,) অভ্রবপুষে (অভ্রবৎ নবনীরদবৎ কৃষ্ণকান্তি বপুঃ যস্য স্মৈ নব জলদকান্তয়ে) তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বৎ পীতম্ অম্বরং বাসঃ যস্য তস্মৈ, পীতবাসরে) গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ-লসন্মুখায় (গুঞ্জাভিঃ, অবতংসৌ কর্ণভূষণে, পরিতঃ পিচ্ছানি যচ্ছ তৎ পরিপিচ্ছং বর্হাপীড়ং, তৈঃ লসৎ দীব্যৎ মুখং যস্য তস্মৈ) বন্যস্রজে (বন্যাঃ বন-পুষ্পাদিজাতাঃ স্রজঃ মালাঃ যস্য তস্মৈ) কবলবেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে (কবলানি দধ্যোদনগ্রাসাঃ বেত্রং বিষাণং বেণুঃ চ এতৈঃ লক্ষ্মভিঃ অপ্রাকৃতলক্ষণৈঃ শ্রীঃ শোভাঃ যস্য তস্মৈ) পশুপাঙ্গজায় (পশুপস্য গোপরাজ-শ্রীনন্দস্য অঙ্গজায় সুতায়) তে (তুভ্যং----দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী; যদ্বা, তুভ্যং ত্বামেব প্রসাদয়িতুং ত্বামেব) নৌমি (স্তৌমি)।।২৭১।।

ঐশ্বর্যরসে দাস্যভাবে প্রভুকে নানাবতার ও ভক্তবৎসলরূপে স্তব ও দৈন্যোক্তিমুখে স্ব-সৌভাগ্য-বর্ণন—

''তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর।।২৭৯।।
জানকীজীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি—তব চরণের ভৃঙ্গ।।২৮০।।
তুমি সে বেদান্ত-বেদ্য, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন।।২৮১।।
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগৎ-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র—সবার কারণ।।২৮২।।
তোমার মায়ায় কার্ নাহি হয় ভঙ্গ?
কমলা না জানে—যাঁর সনে একসঙ্গ।।২৮৩।।
সঙ্গী, সখা, ভাই—সর্বমতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে'—অন্য জনা কে?২৮৪।।
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা না জানিয়া মোর জন্ম গেল হেলে।।২৮৫।।
নানা মায়া করি' তুমি আমারে বঞ্চিলা!
সাজি-ধুতি-আদি করি' সকলি বহিলা!২৮৬।।
তাতে মোর ভয় নাহি, শুন প্রাণনাথ!
তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ।।২৮৭।।
আজি মোর সকল-দুঃখের হইল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ।।২৮৮।।
আজি মোর জন্ম-কর্ম—সকল সফল।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল।।২৮৯।।
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার।।২৯০।।
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাঁরে দেখি—যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা।।''২৯১।।

প্রভুর প্রকাশ-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমাবেশে ক্রন্দন ও হর্ষাতিশয্য—

বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
ঊর্ধ্ব-বাহু করি' কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস।।২৯২।।

অনুবাদ। হে নিত্যপূজ্য বিভো! নবমেঘের ন্যায় তোমার শ্যাম তনু, বিদ্যুদ্দামের ন্যায় তোমার পীত বসন, গুঞ্জা-নির্মিত কর্ণভূষণদ্বয় ও ময়ূরপুচ্ছ-রচিত-চূড়ায় তোমার মুখমণ্ডল শোভমান, তোমার গলদেশে বনমালা, দধিসিক্তঅন্ন-গ্রাস, বেত্র, বিষাণ ও বেণু,—এইসকল অপ্রাকৃত-লক্ষণেই তোমার বিশেষ শোভা, তোমার পদদ্বয় অতি-কোমল; তুমি—গোপরাজ শ্রীনন্দের তনয়, তোমাকে প্রণাম করি।।২৭১।।

আদি ২য় অঃ ১৬৯-১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৭৯-২৮২।।

মায়ায়,—(তটস্থ শক্তি-প্রকটিত জীবের পক্ষে) অচিচ্ছক্তি বহিরঙ্গা-মায়ায়; আর (স্বরূপশক্তি-প্রকটিত নিত্য-সিদ্ধ লীলা-পরিকরের পক্ষে) চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা যোগমায়ায়।

ভঙ্গ,—পরাজয়, পরাভব।

একসঙ্গ,—একত্র বা একসঙ্গে বাস।।২৮৩।।

সঙ্গী ..... যে, শ্রীবলদেব-সঙ্কর্ষণাংশ শেষ বা অনন্ত দেব; শেষপ্রভুর মোহ, আদি ১৩ অঃ ১০১, ১০২ ও ১০৫ সংখ্যার ভাষ্যে তথা দ্রষ্টব্য।।২৮৪।।

নাও,—(সংস্কৃতে 'নৌ'-শব্দ ও মৈথিল হিন্দি 'নাব' হইতে), নৌকা।।৩০৫।।

ব্রহ্মাণ্ডে যেস্থানে যত জীব আছে, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে চিদেকরস আমি স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে ঈশ্বর, অন্তর্যামি-পরমাত্মরূপে স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করাই। কেহই আমার প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য করিতে সমর্থ হয় না।।৩০৬।।

আমি রাজার দেহে অন্তর্যামিসূত্রে যদি তাহাকে তোমাদিগকে ধরিবার জন্য প্রেরণা করি, তাহা হইলেই রাজা তোমাদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিবে।।৩০৭।।

গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব গৌরচন্দ্র-পরকাশ।।২৯৩।।
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে।।২৯৪।।

শ্রীবাস-কৃত স্তব-শ্রবণে প্রভুর সহাস্যে সগোষ্ঠী তাঁহাকে নিজরূপ-প্রদর্শন ও বর যাচ্ঞার্থ আজ্ঞা—

হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বলে শ্রীবাসের প্রতি।।২৯৫।।
"স্ত্রী-পুত্র-আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির।।২৯৬।।
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার।
বর মাগ'—যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার।।"২৯৭।।

প্রভুর আজ্ঞায় সপরিবারে শ্রীবাসের দ্রুতাগমন, প্রভুপূজন ও কাকূক্তি—

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত।
সর্ব পরিকর-সঙ্গে আইলা ত্বরিত।।২৯৮।।
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পা'য়ে সাক্ষাতেই দিল।।২৯৯।।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে পূজে শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন।।৩০০।।
ভাই, পত্নী, দাস, দাসী, সকল লইয়া।
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িয়া।।৩০১।।

ভক্তশিরে ভক্তবৎসল ভগবানের স্ব-পদার্পণ ও বরদান—

শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব-শিরের উপর।।৩০২।।
অলক্ষিতে বুলে, প্রভু মাথায় সবার।
হাসি' বলে,—"মোতে চিত্ত হউ সবাকার।।"৩০৩।।

প্রভু কর্তৃক স্বীয় ঈশ্বরত্ব-বর্ণনোদ্দেশ্যে শ্রীবাসকে অভয়দান-মুখে ভক্তিবিরোধি-রাজাকে গোষ্ঠী-সহ কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত করাইবার অঙ্গীকার—

হুঙ্কার গর্জন করি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাসে সম্বোধিয়া বলেন উত্তর।।৩০৪।।
"ওহে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি,—তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও?৩০৫।।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার রসে।।৩০৬।।
মুই যদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিবে সেহ ধরিবার তরে।।৩০৭।।
যদি বা এমত নহে,—স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বলে, তবে মুঞি চাঙ ইহা।।৩০৮।।
মুঞি গিয়া সর্ব-আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু।।৩০৯।।
মোরে দেখি' রাজা কি রহিবে নৃপাসনে?
বিহ্বল করিয়া যে পাড়িমু সেইখানে?৩১০।।
যদি বা এমত নহে, জিজ্ঞাসিবে মোরে।
সেহো মোর অভীষ্ট শুন কহি তোরে।।৩১১।।
'শুন শুন, ওহে রাজা! সত্য মিথ্যা জান।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন।।৩১২।।
হস্তী, ঘোড়া, পশু, যত তোর আছে।
সকল আনহ, রাজা! আপনার কাছে।।৩১৩।।

যদি ইহার অন্যথা ঘটে অর্থাৎ যদি অন্তর্যামি-পরমাত্মরূপী আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছার বা প্রেরণার বিরুদ্ধে রাজা পূর্বোক্তরূপ অন্তর্যামি-নির্দেশের অনুগত না হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশতঃ তোমাদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করে, তাহা হইলে আমি এই নিম্নলিখিতরূপ ইচ্ছা করিব।।৩০৮।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্বেশ্বরেশ্বর আমাকে দেখিয়া রাজা কখনই রাজাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তাহাকে নিশ্চয়ই মোহিত ও বশীভূত করিয়া ফেলিব।।৩১০।।

যদি ইহাও না ঘটে অর্থাৎ রাজা অন্যরূপ ইচ্ছা বশতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি যাহা করিব, ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।।৩১১।।

এবে হেন আজ্ঞা কর' সকল-কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র কহি' কান্দাউ সবারে।।৩১৪।।
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা' ব্যক্ত করিমু রাজাতে।।৩১৫।।
'সংকীর্তন মানা কর' এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি, এই দেখিলি সকলে।।৩১৬।।
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।'
এত বলি' মত্ত-হস্তী আনিমু ধরিয়া।।৩১৭।।
হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পক্ষী, একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।।৩১৮।।
রাজার যতেক গণ, রাজার সহিতে।
সবা' কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি' ভাল-মতে।।৩১৯।।

স্বীয় সর্বশক্তিমত্তায় ও ঐশ্বর্যে শ্রীবাসের সংশয় দূরীকরণার্থ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শন—

ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ,—দেখ আপন-নয়নে।।"৩২০।।

শ্রীবাস ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—

সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী'।।৩২১।।
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'।।৩২২।।

নারায়ণীকে কৃষ্ণনামে ক্রন্দনার্থ প্রভুর আজ্ঞা—

সর্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-চান্দ।
আজ্ঞা কৈলা, "নারায়ণী! 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দ'।।"৩২৩।।

তৎক্ষণাৎ নারায়ণীর কৃষ্ণনামে অশ্রুপাত—

চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত।।৩২৪।।
অঙ্গ বহি' পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।।৩২৫।।

প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শনান্তে সহাস্যে প্রভুর, শ্রীবাস বিগতভয় কিনা, জিজ্ঞাসা—

হাসিয়া-হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর?"৩২৬।।

একান্ত প্রপন্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের নির্ভীকভাবে উত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব-তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু-স্থানে।।৩২৭।।
"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে'।।৩২৮।।

মোল্লা (তুর্কী শব্দ মুল্লা),—মুসলমান মহাপণ্ডিত, ধর্মযাজক বা বিচারপতি; কাজী,—মুসলমান-ধর্ম ও রীতিনীতির অনুমোদিত ব্যবস্থা দাতা বা বিচারপতি।

'সত্য-মিথ্যা জান',—কোন্‌টী সত্য, কোনটী মিথ্যা, তাহা জ্ঞাত হও।।৩১২।।

আপনার শাস্ত্র,—নিজেদের কোরাণ শাস্ত্র;

কান্দাউ,—অশ্রু পাতিত করুক।।৩১৪।।

পারিল, সমর্থ হয়, ভবিষ্যদর্থে; আপনা.....রাজাতে,—রাজার নিকট আমি নিজেকে প্রকাশ করিব।৩১৫।।

এগুলার বোলে,—এই কাজীগুলির বচন-শ্রবণ ফলে; তার,—তাহাদের।।৩১৬।।

মত্তহস্তী—মদস্রাবী উন্মত্ত হস্তী।।৩১৭।।

অপ্রত্যয় বাস'—অবিশ্বাস বোধ হয়, অর্থাৎ বিশ্বাস না হয়।।৩২০।।

উন্মত্তচরিত—কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলস্বভাববিশিষ্টা;

সম্বিৎ,—বাহ্যজ্ঞান বা অনুভূতি।।৩২৪।।

ভগবদ্ভক্তের কালভয়লেশহীন চরিত্র,—(ভাঃ ৩।২৫।৩৮ শ্লোকে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—) "ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্।।" শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য।।৩২৮-৩২৯।।

চরণধূলে,—পদধূলি-প্রভাবে।।৩৩২।।

তখন না করি ভয় তোর নাম-বলে।
এখন কিসের ভয়?—তুমি মোর ঘরে।।"৩২৯।।

প্রেমাবেশে স-ভৃত্য-পরিকর শ্রীবাসের বেদস্তুত্য প্রভুর ঐশ্বর্যপ্রকাশ-দর্শন—

বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ।।৩৩০।।
চারি-বেদে যাঁরে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস।।৩৩১।।

গ্রন্থকারের শ্রীবাসমহিমা-কীর্তন—

কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র।।৩৩২।।

গৌরাবতারে শ্রীবাসগৃহই কৃষ্ণবিহার-স্থান বৃন্দাবন—

কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে।।৩৩৩।।
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার।।৩৩৪।।

সর্বভক্তপ্রিয় শ্রীবাসের ভৃত্যাদিরও বেদবাণী স্তুত্য প্রভুর দর্শন-লাভ—

সর্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত-শ্রীবাস।
তান বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস।।৩৩৫।।
অনুভবে যাঁরে স্তুতি করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাস-দাসী তাঁরে দেখে সুখে।।৩৩৬।।

অতএব বৈষ্ণব সেবা-কৃপা-বলেই কৃষ্ণপদ কৃপা-লাভ—

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম-উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়।।৩৩৭।।

শ্রীবাসকে এই গূঢ়-ঐশ্বর্যপ্রকাশ-ঘোষণে নিষেধাজ্ঞা—

শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"না কহিও, এ-সব কথা কাহারো গোচর।।"৩৩৮।।

বহির্দশায় আসিয়া প্রভুর লজ্জা ও শ্রীবাসকে সান্ত্বনান্তে স্বগৃহে আগমন—

বাহ্য পাই' বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর।।৩৩৯।।

সগোষ্ঠী শ্রীবাসের প্রেমানন্দসুখ—

সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
পত্নী-বধূ-ভাই-দাস-দাসীর সহিত।।৩৪০।।

এই শ্রীবাস-স্তুতি-শ্রবণে কৃষ্ণদাস্য-লাভ—

শ্রীবাস করিলা স্তুতি—দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস।।৩৪১।।

এই গ্রন্থ-রচনার্থ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দাজ্ঞা-লাভ—

অন্তর্যামিরূপে বলরাম ভগবান্।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান।।৩৪২।।

শ্রীনিত্যানন্দকে গুরুরূপে লাভার্থ গ্রন্থকারের বৈষ্ণব-বন্দনা—

বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই নমস্কার।
জন্ম-জন্ম প্রভু মোর হউ হলধর।।৩৪৩।।

একই স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহের নিত্যানন্দ ও বলদেব-নাম ও লীলা-দ্বয়—

'নরসিংহ' 'যদুসিংহ'—যেন নাম—ভেদ।
এইমত জানি,—'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'।।৩৪৪।।

গৌরকৃষ্ণ প্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ-বলদেবই অবধূতকুল-চূড়ামণি—

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি' যাঁরে গাই।।৩৪৫।।

কীর্তন-বিলাসাত্মক মধ্যখণ্ড-শ্রবণার্থ অনুরোধ—

মধ্যখণ্ড-কথা, ভাই! শুন একচিত্তে।
বৎসরেক কীর্তন করিলা যেন মতে।।৩৪৬।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৩৪৭।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসংকীর্তনারম্ভ-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অনুভবে....মুখে,—বেদশাস্ত্র মুখ অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রবাণীর অথবা বেদবদন ব্যাকরণ-শাস্ত্র-দ্বারা অথবা দিব্যসূরিগণ বেদমন্ত্রোদ্গান-দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানে যাঁহাকে স্তব করেন।।৩৩৬।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়।